জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ

বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

জীবন ও জীবিকা

(ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির বিষয়ভিত্তিক শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে রচিত

জীবন ও জীবিকা

(ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণি)

রচনা ও সংকলন

সূচিপত্র

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ..... ৫

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণা ও প্রস্তুতি..... ৬

প্রশিক্ষণ সূচি..... ৮

অধিবেশন ১.১: প্রশিক্ষণ পরিচিতি..... ৯

কর্মদিবস-১..... ৯

অধিবেশন ১.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি..... ১৩

অধিবেশন ১.৩: বিষয়ের ধারণায়ন..... ১৭

অধিবেশন ১.৪: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী..... ২৩

কর্মদিবস ২..... ২৮

অধিবেশন ২.১: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী..... ২৮

অধিবেশন ২.২ : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের নমুনা ক্লাস (প্রশিক্ষক কর্তৃক)..... ৩০

অধিবেশন ২.৩: সিমুলেশন..... ৩৩

অধিবেশন ২.৪: সিমুলেশন..... ৩৭

কর্মদিবস ৩..... ৪০

অধিবেশন ৩.১: সিমুলেশন..... ৪০

অধিবেশন ৩.২: সিমুলেশন..... ৪২

অধিবেশন ৩.৩: সিমুলেশন..... ৪৫

অধিবেশন ৩.৪: সিমুলেশন..... ৪৬

কর্মদিবস ৪..... ৪৮

অধিবেশন ৪.১: সিমুলেশন..... ৪৮

অধিবেশন ৪.২: সিমুলেশন..... ৫০

অধিবেশন ৪.৩: সিমুলেশন..... ৫২

অধিবেশন ৪.৪: সিমুলেশন..... ৫৪

অধিবেশন ৫.১: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন..... ৫৫

কর্মদিবস-৫..... ৫৫

অধিবেশন- ৫.২ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ..... ৭০

৫.২.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়..... ৭১

৫.২.৩ শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ..... ৭২

৫.২.৪ সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ..... ৭২

অধিবেশন ৫.৩: বাৎসরিক বিষভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা এবং নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব..... ৮১

কর্মদিবস-৬..... ৮৩

অধিবেশন ৬.১: জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি ৮৩
অধিবেশন ৬.২ ও ৬.৩: অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও সিমুলেশন (অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪, ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১) ৮৪

ম্যানুয়ালে ব্যবহৃত সংক্ষিপ্ত শব্দ

NCF- National Curriculum Framework (জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা)

PI- Performance Indicator (পারদর্শিতার নির্দেশক)

PS- Performance Standerd (পারদর্শিতার আদর্শ)

EL-Experiential Learning (অভিজ্ঞতামূলক শিখন)

BI- Behavioural Indicator (আচরণিক নির্দেশক)

BS- Behavioural Standerd (আচরণিক আদর্শ)

প্রশিক্ষণ পূর্ববর্তী ধারণা ও প্রস্তুতি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল সর্ম্পকে ধারণা

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে কার্যক্রমগুলো এমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে যেন শিক্ষকগণ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী প্রণীত ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ের উপর পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে বিদ্যালয় পর্যায়ে কার্যকরভাবে উক্ত দক্ষতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রশিক্ষণার্থীগণ যেন নিজেদের মধ্যে ও প্রশিক্ষকের সাথে প্রতিনিয়ত আলোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষনের মাধ্যমে কার্যক্রমগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সে ব্যাপারে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অধিবেশন

ছয়দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে একই ধারণা বা বিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক কাজগুলোর সমন্বয়ে পৃথক পৃথক অধিবেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশনের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারিত আছে। একইসাথে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সম্ভাব্য সময়, কার্যক্রম, প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা, এবং ধাপে ধাপে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রক্রিয়া নির্দেশনা আকারে দেওয়া হয়েছে।

তথ্যপত্র

অধিবেশন পরিচালনার জন্য পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, শিক্ষাক্রম ইত্যাদি থেকে ধারণা নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সংশ্লিষ্ট যেসব তথ্য বা বিষয়গত ধারণা প্রয়োজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন হতে পারে তা প্রতিটি অধিবেশনের শেষে পৃথকভাবে তথ্যপত্র শিরোনামে সংযুক্ত আছে।

প্রশিক্ষণ প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ শুরু করার কিছুদিন আগে থেকেই অধিবেশন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রক্রিয়া, তথ্যপত্র, পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে দেখে নিবেন।
- প্রশিক্ষণের শুরুতেই প্রশিক্ষণকালীন নিয়মাবলি (গ্রাউন্ড রুলস) ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের সময়সূচি উল্লেখ করবেন। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো মতামত বিবেচ্য হলে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন করবেন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের থাকা-খাওয়া, যাতায়ত, সম্মানী ইত্যাদি বিষয়ে কোনো নির্দেশনা থাকলে উল্লেখ করবেন।
- প্রতিটি সেশনের আগেই প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো গুছিয়ে রাখবেন। উপকরণ বিতরনের সময় নিশ্চিত করবেন যেন অংশগ্রহনকারীগণ উপযুক্ত সংখ্যক উপকরণ একক বা দল হিসেবে পেয়েছেন।
- প্রেজেন্টেশন এর জন্য পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা ভিডিও প্রদর্শন করতে হলে কারিগরি বিষয়গুলো নিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি রাখতে হবে যেন পরবর্তীতে কারিগরি বিড়ম্বনা এড়ানো যায়।
- প্রতিদিনের প্রশিক্ষণ শুরু হবার অন্তত ২০ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন। দলগত কাজ করা এবং উপস্থাপনার সুবিধার্থে প্রশিক্ষণ কক্ষের আসন ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার নির্দেশনা দিয়ে সাজিয়ে নিতে হবে।

উপকরণ তালিকা (নমুনা)

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রি-টেস্ট, পোস্ট-টেস্ট, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন ফর্ম, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক-সহায়িকা।
- উপস্থিতিপত্র, নেম কার্ড, ব্যাগ/ফাইল, নোটবুক, রঙিন পোস্টার পেপার, রঙিন ভিপ কার্ড, সাদা কাগজ, কলম, পেন্সিল, রঙিন মার্কার, রঙিন সাইনপেন, বোর্ড পিন, মাস্কিং টেপ, স্টিকি নোট ইত্যাদি।
- পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, পয়েন্টার, অডিও, ভিডিও, সাউন্ডবক্স, প্রজেক্টর।
- মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার।
- দল ভাগ করার জন্য নাম বা ক্রমিক সংখ্যা সম্বলিত লটারি করার কাগজ, লটারি করার কাগজ রাখার জন্য পাত্র, দল অনুযায়ী টেবিল শনাক্তকরণ কাগজ
- সিমুলেশন ক্লাস পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণ
- বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রশিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা

- প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন ধারণার কৌশল অবলম্বন করার চেষ্টা করবেন (প্রেক্ষাপট-নির্ভর অভিজ্ঞতা - প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষন - বিমূর্ত ধারণায়ন - সক্রিয় পরীক্ষণ)
- শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষক-সহায়িকা ব্যবহারের আবশ্যিকতা বারবার মনে করিয়ে দেবেন।
- তথ্য বা ধারণা-নির্ভর কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের বর্তমান অভিজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ দেবেন, এরপর অধিবেশনের কার্যক্রম বা সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদান শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেবেন, এরপর তথ্যপত্রের আলোকে পূর্ববর্তী সকল আলোচনার প্রতিফলন করবেন এবং সবশেষে নির্ধারিত বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের পুনরায় কাজ করার বা মত প্রকাশের সুযোগ দেবেন।
- দলগত কাজ উপস্থাপনার সময়ে যে বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেগুলো পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। বরং পরবর্তী দল নতুন কিছু সংযোজনের চেষ্টা করবে। এতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে। কোনো দলের উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনার শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা যায়।
- যে কোনো নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে নিশ্চিত করবেন যেন সকল প্রশিক্ষণার্থী তা সমানভাবে বুঝতে পারে এবং নির্দেশনা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন বা মতামত আছে কিনা তাও জানতে চাইবেন।
- দলগত কাজ চলাকালে দলগুলোর কাজ ঘুরে ঘুরে দেখবেন এবং প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত নির্দেশনা, সহায়তা ও ব্যাখ্যা প্রদান করবেন।
- পূর্ব-নির্ধারিত কোনো পরিকল্পনায় পরিবর্তন আসলে বা কোনো বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হলে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণার্থীদের আগে থেকেই জানিয়ে রাখবেন।

প্রশিক্ষণ সূচি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ: জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ

সময়	দিবস ১	দিবস ২	দিবস ৩	দিবস ৪	দিবস ৫	দিবস ৬
৮.৩০-০৯.০০	উদ্বোধনী অধিবেশন ও প্রিটেস্ট	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও ওয়ার্ম আপ	রিক্যাপ ও পোস্টটেস্ট
৯.০০-১০.০০	অধিবেশন ১.১ প্রশিক্ষণ পরিচিতি	অধিবেশন ২.১ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি	অধিবেশন ৩.১ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.১ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.১ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন	অধিবেশন ৬.১ জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি
১০.০০-১০.৩০	চা বিরতি					
১০.৩০-১২.৩০	অধিবেশন ১.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি	অধিবেশন ২.২ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের নমুনা ক্লাস (প্রশিক্ষক কর্তৃক)	অধিবেশন ৩.২ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.২ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.২ PI ব্যবহার, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ ও রিপোর্ট কার্ড	অধিবেশন ৬.২ সেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও প্রশিক্ষণ সেশনের সিমুলেশন (অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪)
১২.৩০-১.৩০	মধ্যাহ্ন বিরতি					
১.৩০-৩.৩০	অধিবেশন ১.৩ বিষয়ের ধারণায়ন	অধিবেশন ২.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৩.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.৩ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.৩ বাৎসরিক বিষয়ভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা এবং নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব	অধিবেশন ৬.৩ প্রশিক্ষণ সেশনের সিমুলেশন (অধিবেশন ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১)
৩.৩০-৪.৩০	অধিবেশন ১.৪ শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ও শিখন-শেখানো সামগ্রী পরিচিতি	অধিবেশন ২.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৩.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৬ষ্ঠ শ্রেণি)	অধিবেশন ৪.৪ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক সিমুলেশন (৭ম শ্রেণি)	অধিবেশন ৫.৪ মুক্ত আলোচনা ও প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অঙ্গীকার নামা	অধিবেশন ৬.৪ মুক্ত আলোচনা
৪.৩০-৫.০০	চা বিরতি ও প্রস্থান					

কর্মদিবস-১

অধিবেশন ১.১: প্রশিক্ষণ পরিচিতি **সময় : (৩০+৬০)=৯০মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

আনন্দঘন ও সুশৃংখল পরিবেশ বজায় রেখে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আউটলাইন ও নিয়মাবলীর সাথে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : পরিচিতি, আইস ব্রেকিং ও প্রিটেস্ট

কাজ-খ : প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা

কাজ-গ : প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউটলাইন

কাজ-ঘ : প্রশিক্ষণের গ্রাউন্ডরুল নির্ধারণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

আর্ট পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, নেম ট্যাগ, ও প্রিটেস্ট প্রশ্নপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পয়েন্টার, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই পরিচিতি পর্বের জন্য আর্ট পেপার/ভিপ কার্ড কেটে নিন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রশিক্ষণের **লক্ষ্য ও** উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতকৃত **পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন** ১.১ পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য **নেম ট্যাগ,** নোট বুক, কলম, পেন্সিল ও প্রিটেস্টের প্রশ্নপত্র গুছিয়ে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : পরিচিতি, আইস ব্রেকিং ও প্রিটেস্ট

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিজের পরিচয় দিন। সবাইকে নেম ট্যাগ লাগাতে বলুন।

২. সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে একটি করে কার্ডের টুকরো দিন। টুকরোটি তাদেরকে ভালোভাবে লক্ষ্য করতে বলুন এবং টুকরোর জোড়া দেখে নিজেদের জুটি খুঁজে নিতে বলুন (একজনের হাতের টুকরোর সাথে যার টুকরোর অপর অংশ মিলে যাবে, তাকে নিয়ে জুটি গঠন করতে বলুন)। জুটিতে দু'জনকে পরিচিত হতে বলুন। একাজের জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন। প্রত্যেকে তার জোড়ার সদস্যের সাথে কথা বলে একে অপরের ব্যাপারে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে নিতে বলুন

- নাম -কর্মস্থল -যে কোনো পছন্দের বিষয়/কাজ

৩. একে অপরের সাথে আলোচনা শেষে প্রত্যেকে তার জোড়ার সদস্যকে সবার সামনে পরিচয় করিয়ে দিতে বলুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেকের হাতে প্রি-টেস্ট তুলে দিন। প্রি-টেস্ট শেষ করার জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দিন। এ সময় বিশেষভাবে উল্লেখ করবেন যেন প্রশিক্ষণার্থীগণ কারো সাথে আলোচনা ব্যতিরেকে প্রি-টেস্ট এর প্রশ্নমালার উত্তর প্রদান করেন।

৫. পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.১ থেকে উদ্দীপনামূলক ভিডিওটি (স্লাইডনং ২- story of an egale) প্রদর্শন করুন, প্রদর্শন শেষে ভিডিওর সারকথা (মূল ম্যাসেজ) কী তা জিজ্ঞেস করুন এবং এর ওপর ২/৩ জনের মতামত শুনুন। তাদের মূল বক্তব্য মিলে গেলে ধন্যবাদ দিন; সঠিক তথ্য না পেলে যোগসূত্র টেনে মূল মেসেজটি বলে দিন ।

৬. যারা এই মূল বক্তব্যের সাথে থাকতে চান বা সমর্থন করেন, তাদেরকে হাত তুলতে বলুন এবং সবাইকে নিয়ে সমস্বরে উৎসাহমূলক শ্লোগান দিন 'আমরা পরিবর্তনের সাথেই আছি এবং থাকব' ।

কাজ-খ : প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যাশা

এ প্রশিক্ষণ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের যা যা প্রত্যাশা আছে , তা দুইমিনিট ভেবে সবাইকে নিজ নিজ নোটবুকে লিখতে বলুন। এবার আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাধারণ প্রত্যাশাগুলো একত্রিত করে একটি পোস্টারে লিখুন এবং দেওয়ালে সেঁটে দিন এবং তাদেরকে আশ্বস্থ করুন যে আগামী পাঁচ দিনের আলোচনায় এই প্রত্যাশাগুলো পূরণ হবে।

কাজ-গ : প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আউট লাইন

১. তথ্যপত্র ১.১(ক) এর আলোকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.১ - স্লাইড ৩ ও ৪ এর সাহায্যে/ পোস্টার পেপারের সাহায্যে)।

২. এবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে তাদের প্রত্যাশাগুলো মিলিয়ে দেখতে বলুন।

৩. এবার ছয়দিনব্যাপী কার্যক্রম এর ছকটি (আউটলাইন/সিডিউল) সংক্ষিপ্তভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন এবং সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা/প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করুন।

কাজ-ঘ : প্রশিক্ষণের গ্রাউন্ডরুল নির্ধারণ

১. এই প্রশিক্ষণ চলাকালে প্রশিক্ষণকে আনন্দঘন ও সুশৃংখল রাখার জন্য আমরা সবাই কী কী নিয়ম নীতি মেনে চলব তা প্লেনারি আলোচনার মাধ্যমে একটি ফ্লিপ চার্টে লিখুন । প্রয়োজনে তথ্যপত্র ১.১ (খ) দেখে নিন।

২. সবার মতামতের ভিত্তিতে তালিকাটি চূড়ান্ত করুন এবং তাদের সহায়তায় দৃশ্যমান (সহজে চোখে পড়ে) কোনো দেয়ালে বা দরজায় লাগিয়ে দিন।

৩. এবার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.১ এর স্লাইড নং ৫ থেকে দৃষ্টিভিঙ্গি সম্পর্কিত মজার ভিডিওটি প্রদর্শন করুন এবং মূলকথা প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে বলুন। প্রয়োজন মূল মেসেজ 'ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সব সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখে'-এটি বুঝিয়ে বলুন। এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ১.১ (ক)

প্রিটেস্ট (প্রশিক্ষণ-পূর্ব মূল্যায়ন)

নাম: ..... **জেন্ডার: নারী/পুরুষ/অন্যান্য**

পাইলটিং স্কুলের শিক্ষক কি না: হ্যাঁ/না

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম:.....

ক) জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এ যেসব পরিবর্তন আনা হয়েছে-

খ) যেসব কারণে শিক্ষাক্রমে উক্ত পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করছি-

গ) অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বলতে যা বুঝি-

ঘ) শিখনকালীন মূল্যায়ন যেভাবে করা যায়-

ঙ) সামষ্টিক মূল্যায়ন যে প্রক্রিয়ায় হতে পারে-

চ) পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের যেভাবে সহায়তা করা যায়-

তারিখ **স্বাক্ষর**

তথ্যপত্র ১.১ (খ)

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

লক্ষ্য

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত করা (সক্ষমতা তৈরি)।

উদ্দেশ্য

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এবং বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ২০২২ সম্পর্কে অবহিত হওয়া
- প্রচলিত শিক্ষাক্রমের সাথে নতুন শিক্ষাক্রমের মূল পার্থক্য ও পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা
- শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি জানা ও অনুশীলন করা।

তথ্যপত্র ১.১ (গ)

প্রশিক্ষণে যে নিয়মগুলো আমরা মেনে চলব (গ্রাউন্ড রুলস, নমুনা)

- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণ কক্ষে আসা ও বিরতির জন্য নির্ধারিত সময় শেষে ফিরে আসা
- প্রশিক্ষণ চলাকালে মোবাইল বন্ধ রাখা
- কার্যক্রম চলাকালে কোনো জিজ্ঞাসা/মতামত থাকলে হাত তুলে জানানো
- মতামত প্রদানের সময় অন্যের বক্তব্য সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বাইরে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বিরত থাকা
- প্রতিদিনকার কার্যক্রম শেষে ব্যবহৃত উপকরণ নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা এবং প্রশিক্ষণ কক্ষ ও কেন্দ্র পরিষ্কার রাখা (যেমন- টিস্যু, পানির বোতল, ওয়ান টাইম কাপ/গ্লাস, মাস্ক ইত্যাদি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা)
- স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলা
- কার্যক্রম চলাকালে অনুমতি না নিয়ে ছবি তোলা বা ভিডিও ধারণ করা থেকে বিরত থাকা
- কর্মসূচির ডকুমেন্টশনের জন্য ছবি তোলা ও ভিডিও ধারণের ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে জানিয়ে রাখা

কর্মদিবস-১

অধিবেশন ১.২: জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ পরিচিতি **সময় : ১২০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর মূল রূপকল্প, পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট, শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, এবং চলমান শিক্ষাক্রমের মূল পরিবর্তনসমূহের সাথে পরিচিত হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সম্পর্কে ধারণা যাচাই

কাজ-খ : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন, আলোচনা ও মত বিনিময়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.২, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পয়েন্টার, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা সম্পর্কে ভালোভাবে (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.২) পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ সম্পর্কে ধারণা যাচাই

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কয়েকটি প্রশ্নের ভিত্তিতে আলোচনা করুন, প্রশ্নগুলো এমন হতে পারে-

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
- যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বলতে আপনার ধারণা কী?
- চলমান শিক্ষাক্রম ও জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর মধ্যে মিল এবং অমিল সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ অনুযায়ী শিখন শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন কৌশল সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?
- জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা-২০২১ এর এমন কি কোনো দিক আছে যে ব্যাপারে বিশেষভাবে ধারণা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন মনে করেন? থাকলে সেটি কী?

এ পর্যায়ে প্রশ্নগুলো নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিজেদের মত প্রকাশ করতে এবং আলোচনা করার সুযোগ তৈরি করে দিন। যেসব বিষয়ে দ্বিধা বা প্রশ্ন তৈরি হবে তা নিয়ে তাদেরকেই মন্তব্য করার সুযোগ দিন।

কাজ-খ : জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ -এর প্রধান দিকগুলো উপস্থাপন, আলোচনা ও মত বিনিময়

১. তথ্যপত্র ১.২-এর আলোকে প্রশিক্ষক জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১-এর প্রধান দিকগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে উপস্থাপন (পোস্টার/পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ১.২ এর মাধ্যমে) করুন।

২. উপস্থাপনা শুরু করার আগেই তাদের জানিয়ে রাখুন, যে বিষয়গুলো নিয়ে তাদের প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকবে তা নোট নিয়ে রাখতে এবং উপস্থাপনা শেষে জিজ্ঞাসাগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। একইসাথে, শিক্ষাক্রম রূপরেখা সম্পর্কে তাদের কোনো তথ্যগত ভুল ধারণা আছে কি না তা আলোচনার মাধ্যমে বের করার চেষ্টা করুন ও সঠিক তথ্য প্রদান করুন।

৩. উপস্থাপন শেষে তথ্যপত্র থেকে সংশ্লিষ্ট ধারণাগুলো নিরবে পড়তে বলুন। পাঠ শেষে এ বিষয়ে তারা কী বুঝতে পেরেছেন তা সামনে এসে যেকোনো দুইজনকে সংক্ষেপে বলতে বলুন।

৪. তাদের ধারণায় কোনো ঘাটতি বা ত্রুটি থাকলে তা সংশোধন করে দিন।

৫. নতুন কোনো প্রশ্ন তৈরি হলে তা নিয়ে আলোচনা করুন ।

৬. সবশেষে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা নিয়ে সাধারণ একটি উপসংহার টেনে , সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ১.২

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ : নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি
- বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুরুত্ব আরোপ
- গভীর শিখন (Deep learning) ও তার প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান
- মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে অগ্রাধিকার প্রদান
- খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব প্রদান
- নির্দিষ্ট দিনের শিখনকাজ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনন্দময় কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে হোম ওয়ার্কের চাপ কমানো
- নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা

রূপকল্প

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলা।

যোগ্যতার সংজ্ঞায়ন

যোগ্যতা হলো- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে অভিযোজনের জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি

মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা-

- মানবিক মর্যাদা
- সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য

স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি-

- জাতীয়তাবাদ
- সমাজতন্ত্র
- গণতন্ত্র ও
- ধর্মনিরপেক্ষতা

মূল যোগ্যতা (Core Competency)

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।

২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।

৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।

৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।

৫. পারস্পারিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।

৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।

৭. নিজের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।

৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।

৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।

১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব-কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল পরিবর্তনসমূহ

- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় নির্ধারণ (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না);
- পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে, পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দিয়ে দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা প্রবর্তন;
- পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা প্রচলন;
- পারদর্শিতা অর্জন নিশ্চিত করা ও মুখস্থনির্ভরতা কমানোর জন্য শিখনকালীন মূল্যায়ন প্রবর্তন;
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি অকুপেশনের ওপর বাধ্যতামূলকভাবে পেশাদারি দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;
- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন চালু করণ;
- শিক্ষার্থীর অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়ের পাশাপাশি মাদ্রাসা ও কারিগরি শাখার বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

কর্মদিবস-১

অধিবেশন 1.3: বিষয়ের ধারণায়ন **সময় : ১২০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী বিষয় হিসেবে ' জীবন ও জীবিকা '-র গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : বিষয়ের ধারণায়ন

কাজ-খ : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

কাজ-গ : বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম এবং মূল ডাইমেনশন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই বিষয়ের ধারণায়ন সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তথ্যপত্র ১.৩ (ক) ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন। প্রেজেন্টেশন ব্যবহার করতে চাইলে নিজের মতো করে প্রস্তুত করে নিন। দলভিত্তিক প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনার জন্য ডায়গ্রামের বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। তথ্যপত্র ১.৩ (খ) এর বিপরীতে সম্ভাব্য কী কী প্রশ্ন আসতে পারে তার একটি তালিকা তৈরি করে নিজের মতো করে উত্তর সাজিয়ে প্রস্তুতি নিন ।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : বিষয়ের ধারণায়ন

১. জীবন ও জীবিকার উপর প্রাথমিক ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি জীবনঘনিষ্ঠ গল্প বলুন। গল্পটির বিষয়বস্তু এমনভাবে নির্বাচন করুন যাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাবলীর পাশাপাশি প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জীবিকার রূপরেখা প্রতিফলিত হয়। [কাজের সুবিধার্থে তথ্যপত্র ১.৩ (ক) এর গল্পটি ব্যবহার করা যেতে পারে।]

২. প্রশিক্ষণর্থীগনের নিকট হতে আপনার গল্পের মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন এবং তাদের বক্তব্য শুনুন। গুরুত্বপূর্ণ বা যে উদ্দেশ্যে গল্পটি সাজানো হয়েছে তা তাদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হলে ধন্যবাদ জানান এবং প্রয়োজন হলে ধারণা সুস্পষ্ট করুন।

কাজ-খ : বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

১. প্রজেক্টরে /একটি পোস্টারে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী প্রদর্শন করুন।

২. যেকোনো একজনকে বিবরণীটি সবার উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে বলুন।

৩. এই বিবরণী থেকে কী বোঝা যাচ্ছে তা যেকোনো একজনকে ব্যাখ্যা করতে বলুন।

৪. এবার যোগ্যতার বিবরণী ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

কাজ গ : বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রাম এবংমূল ডাইমেনশন

১. জীবন ও জীবিকার বিষয়ভিত্তিক ডায়াগ্রামটি প্রদর্শন করুন। যেকোনো একজনকে ডায়াগ্রামটি ব্যাখ্যা করতে বলুন।

২. এবার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তথ্যপত্র ১.৩ (খ) নিরবে পড়তে বলুন এর জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৩. পাঠ শেষে বিষয়টি সম্পর্কে নিজস্ব অনুধাবন সুস্পষ্ট করার জন্য প্রশিক্ষনার্থীগণকে ৮টি দলে ভাগ করুন এবং **ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন, পেশাগত দক্ষতা, ক্যারিয়ার প্ল্যানিং- এই চারটি মূল ডাইমেনশন এবং প্রাক-কর্মযোগ্যতা, নিরাপদ ও সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ, সামাজিক দায়বদ্ধতা, শিল্পবিপ্লবের সাথে অভিযোজন- এই চারটি ক্রসকাটিং ইস্যু নিয়ে (একেকটি দলে একেকটি)** দলে আলোচনা করতে বলুন । উক্ত দলের যেকোনো একজন সদস্যকে উক্ত ইস্যু বা ডাইমেনশনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে তা জানিয়ে দিন। এর জন্য ১০মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।

৪. এখন প্রতিটি দল থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে একজন করে সদস্যকে সামনে ডাকুন এবং প্রথমে দলে বণ্টনকৃত ডাইমেনশনগুলো এক একটি দল থেকে ব্যাখ্যা করতে বলুন। এরপর ডায়াগ্রামে উপস্থাপিত ক্রসকাটিং ইস্যুগুলোর মধ্যে হতে একেকটি নির্ধারণ করে নির্ধারত দলগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রতি ক্ষেত্রেই যিনি উপস্থাপন করছেন তার উপস্থাপিত ব্যাখ্যার সাথে অতিরিক্ত আর কোনো উদাহরণ বা ব্যাখ্যা থাকলে তা সংযোজনের জন্য দুই একজনকে সুযোগ দিন। প্রতি দলের আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন।

তথ্যপত্র ১.৩ (ক)

বিষয়ভিত্তিক ধারণা (জীবনঘনিষ্ঠ গল্প)

গল্পে মুলত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যাবলী সময়ের সাথে যে পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিযে যায় তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে যেমন: পরিবর্তিত সময়ে আমরা কেমন জীবনের মুখোমুখি হতে চলেছি এবং সেই পরিবর্তনশীল জীবনে আমাদেরকে কী কী বিষয়ের সাথে অভিযোজন করতে হবে। আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সংযোগ করতে না পারার জন্য আমাদের জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয় তাও বলা হয়েছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে আমরা কেমন পৃথিবীর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি, সেই পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদের কী ধরনের প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক তা তুলে ধরা হয়েছে।

আজ খুব সকালে মোহসীনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। সে হাত মুখ ধুয়ে জানালার পাশে গিয়ে দাড়ালো। বাহিরে সকালে স্নিগ্ধ দৃশ্য দেখতে তার ভালই লাগছিল। কিন্তু এই দৃশ্য তার বেশীসময় দেখা হলো না, এখন তাকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে যেমন বিছানা গুছানো, ঘর পরিস্কার করা, কলপাড় থেকে পানি ভরে এনে মাকে দেয়া অনেক কাজ। আগে এসব কাজ রহিমার মা করে দিত। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা ভালো না কাজের লোক রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব না। রফিকের বাবা আগে এমবোডারির ব্যবসা করতেন তখন তাদের অবস্থা ভালোই ছিল কিন্তু এখন তার সেই ব্যবসা চলে না। লোকে এখন ডিজিটাল মেশিনে ফুল তোলার কাজ করে। এই কাজ প্রযুক্তি নির্ভ্র, মোহসীনের বাবা এই প্রযুক্তি সম্পর্কে জানেন না ফলে সে এখন অল্প টাকায় অন্য জায়গায় কাজ করে। মোহসীনের মা একটা ক্লিনিকে কাজ করেন। তার চাকুরিতেও সমস্যা হচ্ছে। আগে তাদের অফিসে বসে কাজ করতে হতো এখন তাতে অনেক ভিন্নতা এসেছে। বেশিরভাগ কাজেই এখন ডিজিটাল পদ্ধতিতে নেট ব্যবহার করে করতে হয়। তিনি বিষয়গুলো ভালো বুঝতে পারছেন না। তাই সবসময় চিন্তায় থাকেন।

নাস্তা শেষে মোহসীন পড়তে বসে গেল। বেলা ১০ টার দিকে রেডি হয়ে স্কুলে গেল। আজকে স্কুলে বিজ্ঞান স্যার তাদেরকে প্রযুক্তির উন্নতি ও বিস্ময়কর অনেক আবিস্কার নিয়ে গল্প বলেছেন। তিনি বলেছেন আজকে আমরা যে ভাবে কাজ করি যেমন লেখাপড়া করি, গৃহাস্থলির কাজ করি ভবিষ্যতে এভাবে হবে না। যেমন একসময় মানুষ ভাবতেও পারেনি মোবাইল নামক একটা জিনিষ হবে যার মাধ্যমে মানুষ সব ধরনের কাজ করতে পারবে, ব্যাংকিং থেকে শুরু করে বাড়ির বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের মতো কাজগুলো এখন মোবাইলে করা যায় এমনকি বাসার সিকিউরিটির কাজও মোবাইল ব্যবহার করে করা যায়।

রাতে মোহসীন খুব সুন্দর একটা সপ্ন দেখল। সে দেখলো সকালে তার ঘুম ভাঙার পর একটা পুতুল তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। সে হাতের ইসারা করতেই অগোছালো বিছানা বালিস গোছানো হয়ে গেল। বাথরুমের দরজায় দাড়ানোর সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। দাত ব্রাশ করার কথা চিন্তা করা মাত্র হাতের কাছে পেস্ট ব্রাশ চলে আসলো। হাত মুখ ধোয়ার পর সে যখন ডাইনিং এ এসে বসল তখন তার খুব মনে হচ্ছিল আজকে যদি সকালে খিচুড়ি পাওয়া যেত, তার ভাবার মতোই সত্যি সত্যিই খিচুড়ি নাস্তার টেবিলে চলে আসালো। নাস্তা আনার কাজ কোন মানুষ করছে না এসব করছে রোবট। এরপর তার স্কুলে যাবার কথা মনে হলো আর সঙ্গে একটা ছোট গাড়ি তার বারান্দায় এসে সিগনাল দিতে শুরু করলো বারান্দার রেলিং সিড়ি হয়ে গেল সে গাড়িতে চড়তেই তা উড়ে চলে গেল স্কুলে সে পৌছে গেল এক নিমিষেই। স্কুলের ক্লাশরূমও অন্যরকম হয়ে গেছে। কোথাও কোন ব্ল্যাক বোর্ড্ নেই। শিক্ষক এসে কথা বলছেন আর তার কথাগুলো পিছের দেয়ালে লেখা হয়ে যাচ্ছে। আবার তিনি হাত ইশারা করতেই সব মুছে যাচ্ছে।

তার বাসার অন্য সদস্যদেরও অনেক পরির্বর্ত্ন এসেছে। তা বাবা বাসায় বসেই তার কারখানা চালাচ্ছেন । তার কারখানার চিত্র তার সামনে রাখা স্ক্রিনে উঠছে। স্ক্রিন দেখে তিনি যে নির্দেশ দিচ্ছেন সেই মোতাবেক সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। কারখানায় কোন মানুষ নেই শুধু রোবটরা কাজ করছে।

সে অনেক জিনিষ কিনছে তার ওয়ালেট থেকে ক্রেডিট পয়েন্ট দিয়ে মুল্য পরিশোধ করছে। তার বাবাও বিভিন্ন জিনিষ বিক্রি করে কোন টাকা নিচ্ছে না তার পরিবর্তে ক্রেডিট পয়েন্ট নিচ্ছেন। কোথাও কোন টাকার ব্যবহার নেই। সে তার বন্ধুর সাথে কথা বলার জন্য পড়ার টেবিলের কাচে তিনবার টোকা দিতেই একটা ডায়াল বক্স চলে আসলো, সে তার বন্ধুর নাম নিতেই বন্ধুর কাছে ফোন চলে গেল।

বাবা একই সাথে কারাখানার কাজ দেখছেন আবার বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলছেন তাদের চাহিদা মতো বিভিন্ন জিনিষের নকশা বদলে ফলছেন কিন্তু এর জন্য তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হচ্ছে না। কিন্তু সপ্নে তার চাচাকে দেখে খুব মন খারাপ হলো তার চাচাকে কেউ কাজে নিচ্ছে না কারণ তিনি প্রযুক্তিগতভাবে কোন কাজের জন্য নিজেকে তৈরি করেননি।

তথ্যপত্র ১.৩ (খ)

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী

পরিবর্তনশীল কর্মজগত, কর্মের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সকল কাজের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়ন করা, কর্মজগতে প্রবেশের প্রস্তুতি হিসেবে দৈনন্দিন কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাক-যোগ্যতা, কর্মজগতের উপযোগী প্রায়োগিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা, কর্মজগতে ঝুঁকিমুক্ত ও সুরক্ষিত থেকে ভবিষ্যৎ দক্ষতায় অভিযোজন করতে পারা এবং সকলের জন্য নিরাপদ ও আনন্দময় কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারা।

বিষয়ের ধারণায়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার ফলে এই শতাব্দীর শিক্ষার্থীরা প্রতিনিয়তই একটি পরিবর্তনশীল বিশ্বের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে জীবিকা বদলে যাচ্ছে, নিত্য নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। বর্তমান বিশ্ব চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দোর গোড়ায় এসে পৌঁছেছে। পূর্বে মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, বিগডাটা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ন্যানো টেকনোলোজি, থ্রি-ডাইমেনশন প্রিন্টার, জেনেটিক্সসহ একুশ শতকের আরো অনেক প্রযুক্তি আলাদাভাবে বিকশিত হতে থাকলেও বর্তমানে এই প্রযুক্তিসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে এমনভাবে দ্রুত গতিতে বিকশিত হচ্ছে যা পুরো বিশ্ব ব্যবস্থাকেই নতুন করে বিন্যস্ত করছে। এ কারণে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং ভবিষ্যতের শিল্পবিপ্লবের ধাক্কায় বদলে যাওয়া কর্মজগতে আগামী প্রজন্মের টিকে থাকা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় জীবন দক্ষতা ও কর্মযোগ্যতা তৈরি করা জরুরি।একটি গবেষণায় দেখানো হয়েছে- যে শিশুরা আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, তাদের ৬৫**%** কর্ম জগতে প্রবেশ করবে এমন একটি কাজ বা চাকুরি নিয়ে, যে কাজের বা চাকুরির কোনো অস্তিত্বই বর্তমানে নেই । এরকম দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অজানা বিশ্বকে বিবেচনা করে, আজকের শিক্ষার্থীদের, তাদের কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের নিমিত্তে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়টির নকশা প্রণয়ন করা হয়।

ব্যানবেইস ২০১৯ রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পূর্বে প্রায় ১৮% শিক্ষার্থী, দশম শ্রেণি সমাপ্তের আগে মাধ্যমিক শিক্ষাথীর প্রায় ৩৮% এবং দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূবেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার্থীর প্রায় ২০% শিক্ষার্থী শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরে পড়ে। অথাৎ গড়ে প্রায় ৭০% শিক্ষার্থী দ্বাদশ শ্রেণি সম্পূর্ণ করার পূর্বেই বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে এবং কোনোরকম পেশাগত প্রশিক্ষণ বা দক্ষতা ছাড়াই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আবার উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক সমাপ্তির পরও অনেক সংখ্যক শিক্ষার্থী বেকার থাকে। এর পেছনে কারণ হিসেবে দেখা গেছে কর্মজগতের চাহিদা অনুযায়ী সাধারণ শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ঘাটতি। তাই সাধারণ শিক্ষাধারার সকল শিক্ষার্থীই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক শেষে যেন পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে শ্রমবাজারে সরাসরি যুক্ত হতে পারে এই লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষাধারায় 'জীবন ও জীবিকা' নামে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

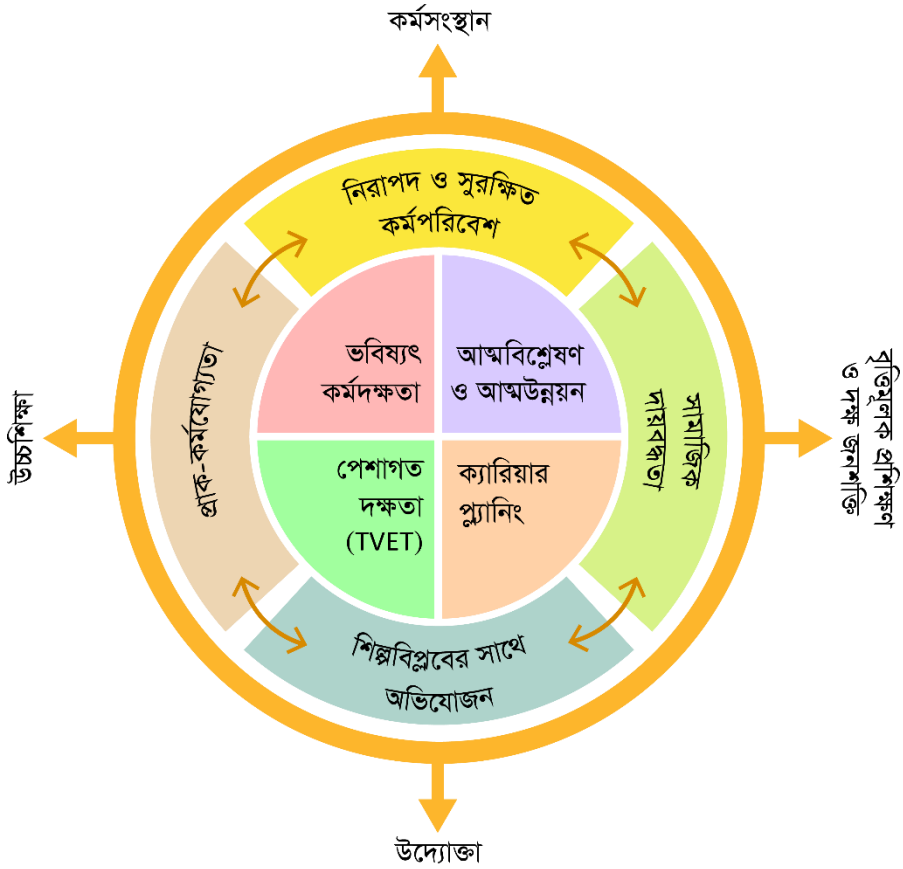

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত কর্মজগতে প্রবেশের জন্য নিজেকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করবে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে পরিবর্তনশীল শ্রমবাজার বিবেচনায় নিয়ে সঠিকভাবে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারবে। সে লক্ষ্য বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদ্ধতিগতভাবে বিভিন্ন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি একুশ শতকের উপযোগী প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে। কর্মজগতে প্রবেশের জন্য রূপান্তরযোগ্য দক্ষতা (ট্রান্সফারেবল স্কিল) ও বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি নিজ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের কাছে তার দায়বদ্ধতা উপলব্ধি করে তার উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য সচেষ্ট হবে।

এই বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কর্মের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব তৈরি এবং প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজ করার সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও প্রবণতা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে এবং তা কাজে লাগিয়ে আগামীতে শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যে কোনো পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারবে।

উক্ত যোগ্যতা অর্জনের জন্য চারটি ডাইমেনশন নির্ধারন করা হয়:

আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ন: ভবিষ্যত বিশ্বের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে নিজেকে জানা সবচেয়ে আগে প্রয়োজন। নিজেকে জানার মাধ্যমে একদিকে যেমন নিজের পছন্দ-অপছন্দ, ভালোলাগা-মন্দলাগা সম্পর্কে নিজে জানবে সেই সাথে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে এবং নিজের দুর্বলতা ও নিজের উন্নয়নের ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের মাধ্যমে নিজের উত্তরোত্তর উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা বহাল রাখতে পারবে। মানুষ সেই পেশায় সবচেয়ে ভালো করে যে পেশায় কাজ করতে সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। তখন কাজকে সে আরো বেশি উপভোগ করতে পারে। এজন্য আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়নকে একটি ডাইমেনশন হিসেবে এখানে ধরা হয়েছে। একই সাথে ইতিবাচক আত্মসম্মানবোধের উন্মেষ ঘটানোর

মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজ, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবে; নিজের কাজ, পরিবারের কাজ, বিদ্যালয়ের দায়িত্ব, সামাজিক ও জাতীয় দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং (কর্মজীবন পরিকল্পনা): নিজেকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্যারিয়ার প্ল্যানিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে সিস্টেমেটিক উপায়ে শিক্ষার্থী নিজের পছন্দ ও সামর্থ্য বিবেচনা করে ভবিষ্যত পেশা নির্বাচন করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে। প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাকে নিজের আগ্রহ, ঝোঁক, দক্ষতা বিবেচনা করে, পরিবর্তশীল বিশ্বে শ্রমবাজারের ওপর ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এবং পারিবারিক সক্ষমতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে একটি কার্যকর কর্মজীবন পরিকল্পনা করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিবর্তনশীল বিশ্ব ও অজানা ভবিষ্যত বিবেচনা করে পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে যে কোনো পরিস্থিতিতে তা পরিমার্জন বা পরিবর্তন বা সময়ের সাথে সাথে সমন্বয় করা যায়।

পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা: শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনার পাশাপাশি এমন একটি দক্ষতা অর্জন করতে পারে যাতে শিক্ষা সমাপান্তে কর্মক্ষেত্রের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট পেশায় দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান করতে পারে। কারিগরী শিক্ষার সংগে সমন্বয় করে যেকোনো একটি বৃত্তিমূলক (অকুপেশনাল) বিষয়ের দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন করা হবে।

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা: বিশ্বায়ন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, ডেমোগ্রাফিক রূপান্তরের ধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি মুহূর্তে বৈশ্বিক পরিবর্তনের চলমান প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন পেশার সৃষ্টি হচ্ছে এবং অনেক পুরোনো পেশার সমাপ্তি ঘটছে। ভবিষ্যত নতুন পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ রাখতে ভবিষ্যত কর্মদক্ষতা একটি ডাইমেনশন হিসেবে রাখা হয়েছে। অজানা পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে নিজেকে হালনাগাদ রাখা ও জীবনব্যাপী শিখনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। নতুন পেশার জন্য আবশ্যিক সুনির্দিষ্ট দক্ষতাসমূহ সম্পর্কে যেহেতু আমরা জানিনা তাই একুশ শতকের দক্ষতাসমূহ বিশেষত সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, কোলাবোরেশন বা দলে কাজ করার দক্ষতা, সৃজনশীল দক্ষতা ও যোগাযোগ দক্ষতাসমূহ অর্জনের সুযোগ থাকবে ।

কর্মদিবস ১

অধিবেশন ১.৪: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী **সময়: ৬০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী, শিখনক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রীর সাথে পরিচিতি হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

কাজ-খ : ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির যোগ্যতার বিবরণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল **ইত্যাদি**।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় করে নিন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির টিজি ও পাঠ্যপুস্তকের হার্ড কপি (প্রাপ্যতা সাপেক্ষ) এবং সফট কপি সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করুন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার জন্য সফটকপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : **শ্রেণি**ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী, শিখনক্রম ও ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির যোগ্যতা

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বিগত ক্লাসের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণীর প্রতি পুনরায় আলোকপাত করুন। জীবন ও জীবিকার বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাটি কোন উপায়ে অর্জিত হতে পারে এবং উক্ত বিষয়ের যোগ্যতাটি অর্জনে কত সময় লাগতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি আর্কষণ করুন। ২/৩ জনকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করুন এবং উত্তর শুনুন। এর পর বলুন যে, 'উক্ত যোগ্যতাটি একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে অর্জন করতে পারে,

যা বিভিন্ন শ্রেণি বা গ্রেডে ভাগ করা যেতে পারে। এই যোগ্যতা ষষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণিব্যাপী অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।'

২. এরপর সহায়ক তথ্য ১.৪ এ প্রদত্ত ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ের যোগ্যতার ধারাবাহিক ক্রমটি ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন/কপি সরবরাহ/ম্যানুয়ালে সহায়ক তথ্যে দেওয়া থাকলে এবং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। এর জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

৩. এবার একক কাজ হিসেবে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম, সপ্তম থেকে অষ্টম এবং অষ্টম থেকে নবম, নবম থেকে দশম এর শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী থেকে এর ধারাবাহিক পরিবর্তনের ক্রম বা পার্থক্য অর্থাৎ পূর্বের শ্রেণি থেকে অতিরিক্ত বা নতুন কী কী আইটেম বা বিষয় যুক্ত হয়েছে তা বের করতে বলুন। ৩/৪ জনকে তাদের প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ শেয়ার করতে বলুন।

৪. এবার শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার ধারাবাহিক ক্রমটি ব্যাখ্যা করুন

তথ্যপত্র ১.৪: শিখনক্রম

বিষয়: জীবন ও জীবিকা

ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখনক্রম

৬ষ্ঠ শ্রেণি	৭ম শ্রেণি	৮ম শ্রেণি	৯ম শ্রেণি	১০ম শ্রেণি
৬. পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা; দলীয়ভাবে সামাজিক/ স্থানীয় একটি সমস্যার সমাধান করতে পারা; পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহ এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারা ও পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার মানসিকতা উন্নয়ন করতে পারা।	৭. জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা; লাভজনক বিনিয়োগের ক্ষেত্র খুঁজে বের করতে পারা; ভবিষ্যত দেশীয় পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ শনাক্ত করতে পারা; পারিবারিক বাজেট করতে পারা; ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ জ্ঞান প্রদর্শন করতে পারা।	৮. দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে নিজের পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা; বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা; ভবিষ্যত পেশায় প্রাধান্য বিস্তকারকারী নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে হালনাগাদ ধারণা প্রদর্শন করতে পারা। কার্যকর পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিজের দায়িত্ব সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করতে পারা। অকুপেশনাল বিষয় সম্পর্কিত মৌলিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৯., ১০. পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা; ক্রমাগত পরিবর্তনশীল শ্রম বাজারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা; ছোটখাটো বিনিয়োগে অংশগ্রহণ করে পারিবারিক আয়ে স্বল্প পরিমাণে অবদান রাখতে পারা; নির্দিষ্ট একটি অকুপেশনাল বিষয়ে মৌলিক দক্ষতাসমূহ প্রদর্শন করতে পারা ও বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারা।	
৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্প মেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।	৮.১ ব্যক্তিগত সামর্থ্য ও পরিবর্তনশীল পেশাগত চাহিদা বিবেচনা করে পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।	৯.১ নিজ পছন্দ, যোগ্যতা, পারিবারিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে জাতীয় ও বৈশ্বিক পেশাগত ধারার পরিবর্তন বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য ও পেশাগত লক্ষ্যের সমন্বয় করে বাস্তবসম্মত পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা।	১০.১ নিজ পছন্দ, যোগ্যতা, পারিবারিক সামর্থ্যের ভিত্তিতে জাতীয় ও বৈশ্বিক পেশাগত ধারার পরিবর্তন বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য ও পেশাগত লক্ষ্যের সমন্বয় করে বাস্তবসম্মত পেশাগত লক্ষ্য নির্ধারণ, তা অর্জনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।
৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও	৭.২ সেবা, শিল্প ও কৃষি খাতসমূহের আলোকে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা	৮.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎ কাঙ্ক্ষিত	৯.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে নিজ কাঙ্ক্ষিত পেশার	১০.২ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের ক্রম পরিবর্তনশীল চাহিদা বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও

দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	এবং ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারা।	পেশাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করে, এসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারা।	মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারা।	পরিবেশগত দায়বদ্ধতার আলোকে নিজ কাঙ্ক্ষিত পেশার মৌলিক দক্ষতা অর্জনের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করতে পারা।
৬.৩ দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলীয়ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৮.৩ স্থানীয় সম্পদ, সুযোগ ও চাহিদার ভিত্তিতে লাভজনক বিনিয়োগের খাত খুঁজে পাবার কৌশল প্রয়োগ করতে পারা এবং দলীয়ভাবে ছোট একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা।	৯.৩ উদ্যোক্তা হিসেবে দলীয়ভাবে একটি উদ্ভাবনী বিনিয়োগ ধারণা উন্নয়ন; সম্ভাব্য আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন করতে পারা।	১০.৩ পরিবেশগত প্রভাব, আয়-ব্যয় বিশ্লেষণ করে টেকসই, উদ্ভাবনীমূলক বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং দলীয়ভাবে ছোটমাপের বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারা।
৬.৪ নিজ ও পরিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৭.৪ পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।	৮.৪ পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থ-সংশ্লিষ্ট কাজের (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা।	৯.৪ পারিবারিক আয়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারিবারিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আর্থিক সংশ্লিষ্ট কাজের (বাজেট প্রণয়ন, বাজার করা, সারা মাসের প্রয়োজনীয় জিনিসের যথাযথ তালিকা প্রণয়ন, বিল প্রদান, ব্যাংকিং ইত্যাদি) দায়িত্ব পরিকল্পনা মাফিক সম্পাদন করতে পারা।	১০.৪ পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পারিবারিক আয়ে অবদান রাখতে পারা।
৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৭.৫ আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।	৮.৫ বিদ্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয় বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তা পালন করতে পারা।	৯.৫ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ ও সকলের সহযোগিতায় সুচারুভাবে সম্পাদন করতে পারা এবং আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব দাখিল করতে পারা।	১০.৫ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ ও সকলের সহযোগিতায় সততা, দক্ষতার ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারা এবং যথাযথ ফরম্যাট অনুযায়ী আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করতে পারা।

৬.৬, ৭.৬, ও ৮.৬ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/ আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।			৯.৬ ও ১০.৬ কৃষি, সেবা ও আইটি খাতের নির্দিষ্ট একটি অকুপেশনাল বিষয় সম্পর্কিত প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করে বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারা।	
৬.৭ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির (ভয়েস টেকনোলজি, বায়োমেট্রিক, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবটিকস) প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৭.৭ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৮.৭ শিল্পবিপ্লবের ফলে পরিবর্তিত ও নতুন পেশার উপযোগী দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে তা অর্জনের উপায়সমূহ অনুসন্ধান করতে পারা।	৯.৭ নতুন প্রযুক্তির (ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োমেট্রিক, ভয়েস টেকনোলজি, বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্লক চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিকস ইত্যাদি) গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যৎ পেশায় এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে পারা	১০.৭ নতুন প্রযুক্তি (ইন্টারনেট অব থিংস, বায়োমেট্রিক, ভয়েস টেকনোলজি, বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্লক চেইন, থ্রি-ডি প্রিন্টিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স রোবটিকস ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে করে নিজের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং-এ তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।
		৮.৮ যুগোপযোগী চাহিদা ও আবিষ্কারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে ভবিষ্যৎ দক্ষতার উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা।	৯.৮ নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ঝুঁকি মোকাবেলা করার উপায় হিসেবে নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা।	১০.৮ নির্বাচিত কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তিত পরিস্থিতির ঝুঁকি বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা করার উপায় হিসেবে নিয়ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারা।
			৯.৯ স্ব-উদ্যোগী হয়ে আত্মপ্রতিফলনের (Self reflection) মাধ্যমে নতুন দক্ষতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হওয়া।	১০.৯ স্ব-উদ্যোগী হয়ে আত্মপ্রতিফলনের (Self reflection) মাধ্যমে নতুন দক্ষতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারা

কর্মদিবস ২

অধিবেশন ২.১: শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী ও শিখন শেখানো সামগ্রী **সময়: (৩০+৬০) মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী, শিখনক্রম ও শিখন শেখানো সামগ্রীর সাথে পরিচিতি হওয়া।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : রিক্যাপ

কাজ- খ: ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির ইউনিট যোগ্যতা

কাজ গ : শিক্ষক সহায়িকার সাথে পরিচয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল **ইত্যাদি**।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় করে নিন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ইউনিট যোগ্যতার সফট কপি সংগ্রহ করুন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। সফটকপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : রিক্যাপ

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে দিনের সেশন শুরু করুন। গত দিনের বিভিন্ন সেশনের বিষয়বস্তুসমূহের রিক্যাপ করুন। সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু মূল বক্তব্য উল্লেখ করতে বলুন। (১০মিনিট)

কাজ- খ: ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির ইউনিট যোগ্যতা

১. সবাইকে ৭টি দলে ভাগ করে দলের সাথে একত্রে বসতে বলুন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির (পাশাপাশি ২টি করে) ৭টি একক যোগ্যতাকে ৭টি গ্রুপে ভাগ করে দিন এবং ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। আলোচ্য একক যোগ্যতা দুটি অর্জন ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলুন। গ্রুপে আলোচনা করে ঠিক করতে বলুন যে, সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাটি অর্জন করতে হলে কী কী বিষয়ে বা কী কী ছোট ছোট যোগ্যতা বা কাজ করতে হবে। পয়েন্টগুলি বুলেট আকারে লিখে পোস্টার তৈরি করতে বলুন। এ কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

২. এরপর দলগত উপস্থাপনের সুযোগ দিন । উপস্থাপনের সময় অন্য গ্রুপের মতামত নেয়া যেতে পারে।

৩. নতুন শিক্ষাক্রমের ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণির বিভিন্ন একক যোগ্যতাগুলো স্ক্রিনে প্রদর্শন করুন এবং সংশ্লিষ্ট দলগত কাজের সাথে তুলনা তা ব্যাখ্যা করুন।

কাজ গ : শিক্ষক সহায়িকার সাথে পরিচয়

১. এবার প্রতিটি একক যোগ্যতা (Unit competency) অর্জনের জন্য কী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে তা প্রশিক্ষণার্থীদের ভাবতে বলুন এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ৭টি একক যোগ্যতা ৭টি দলে ভাগ করে দিন। সংশ্লিষ্ট যোগ্যতাটি শিক্ষার্থীকে অর্জন করাতে হলে একজন শিক্ষককে কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে (যোগ্যতা অর্জনের জন্য কীরুপ শিখন শেখানো কৌশল বা কাজের মাধ্যমে, যোগ্যতা অর্জিত হলো কিনা না না তা কীভাবে যাচাই করা যায় ইত্যাদি) তা বুলেট আকারে ধারাবাহিক আকারে লিখে পোস্টার তৈরি করতে বলুন।

২. এরপর সকল দলের নিকট থেকে তাদের ফিডব্যাক নিন এবং বলুন যে, আপনারা যে সকল প্রক্রিয়ার কথা বলছেন তার সঙ্গে আমরাও একমত। তবে এই শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি আরও গুছিয়ে সুন্দর এবং ধারাবাহিকভাবে শিক্ষক নির্দেশিকাতে বর্ণনা করা আছে। শিক্ষকগণ এটি অনুসরণ করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

৩. এবার ষষ্ঠ শ্রেণির '*নিজ ও পরিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া*' অংশটি যোগ্যতাটি স্ক্রিনে দেখান একক যোগ্যতাটির '*নিজ ও পরিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা*' অংশটির জন্য শিক্ষক সহায়িকাতে যে প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে তা শিক্ষক সহায়িকার উক্ত অধ্যায়গুলো প্রদর্শনের এর সাহায্যে অবগত করান। টিজির যে কোনো একটি ক্লাস ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন যে, শিক্ষক কীভাবে ধাপে ধাপে তা অনুসরণ করে এগিয়ে যাবে। ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করার সময় যখন পাঠ্যপুস্তক অংশের নির্দেশনা আসবে তখন পাঠ্যপুস্তকের সফট কপি থেকে/ পাঠ্যপুস্তক (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) পরিচয় করিয়ে দিন এবং বলুন, শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাহিরে শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য রয়েছে শিক্ষক সহায়িকা। শিক্ষার্থীদের জন্য আছে পাঠ্যপুস্তক। এতে রয়েছে গল্প, কেস স্টাডি, কর্মপত্র, স্বমূল্যায়ন, সতীর্থ মূল্যায়নসহ শিখনে সহায়ক আরও বিভিন্ন বিষয়। এরকম বিভিন্ন বিষয়সমূহ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশনাসহ প্রণয়ন করা হয়েছে পাঠ্যপুস্তক।' স্ক্রিনে/বা প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট সরবরাহকৃত সফট/হার্ড কপিতে উল্লিখিত অংশের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের একটি অংশ দেখিয়ে ধারণা সুসংহত করুন।

৪. এরপর সেশনের রিফ্লেকসন জেনে নিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস-২

অধিবেশন ২.২ : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের নমুনা ক্লাস (প্রশিক্ষক কর্তৃক) **সময় : ১২০**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন সাইকেলের ধাপসমূহ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান ।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

কাজ-খ : প্রশিক্ষক কর্তৃক ডেমো প্রদান

কাজ-গ : ডেমো অনুধাবন সংক্রান্ত ফিডব্যাক গ্রহণ ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, নোট বুক, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি ।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নির্ধারিত পাঠ সহায়ক তথ্য ২.২ (ক) খুব ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন এবং উক্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের সবগুলো ধাপকে অনুসরণ করে এমন একটি ডেমো ক্লাশ পরিকল্পনা করুন। ক্লাশটি এমনভাবে পরিকল্পনা করুন যাতে ২০/২৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে পারেন। ডেমো প্রদানের পর প্রশিক্ষণার্থীগণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের ধাপগুলো বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই এর জন্য প্রতিটি স্তরের উপর কিছু প্রশ্ন আগে থেকেই ভেবে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে নিজের পরিচয় দিন।

২. পূর্বে বর্ণিত অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি আরেকবার প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বর্ণনা করুন। চক্রটির প্রতিটি উপাদান তথা প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারণায়ন, সক্রিয় পর্যবেক্ষণ এর মূল বক্তব্য সহজভাবে বুঝিয়ে বলুন। এ ক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন স্লাইড ২.২ /পোস্টার ব্যবহার করুন।

কাজ-খ : প্রশিক্ষক কর্তৃক ডেমো প্রদান

১. এ পর্যায়ে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি অনুসরণ করে জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির 'দশে মিলে করি কাজ' এর ৪র্থ ক্লাস ও ৫ম ক্লাস এর অংশবিশেষ যুক্ত করে একটি ডেমো দেখান । যাতে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের পুরো চক্রের প্রয়োগ বুঝিয়ে দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী হিসেবে অভিনয় করার অনুরোধ করুন।

কাজ-গ : ডেমো অনুধাবন সংক্রান্ত ফিডব্যাক ও ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা

১. ডেমো ক্লাশ থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ কী বুঝতে পারলেন তা পরীক্ষণের উদ্দেশ্যে দৈবচয়ন ভিত্তিতে একাধিক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশ্ন করুন।

২. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটির প্রতিটি উপাদান তথা প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা, প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ, বিমূর্ত ধারণায়ন, সক্রিয় পর্যবেক্ষণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারছে কি না তা যাচাই করুন। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ফিডব্যাক প্রদান করুন। কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তা ব্যাখ্যা করুন।

৩. শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের সময় শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে এই ডেমোটি প্রদানের পরামর্শ দিয়ে ক্লাশ সমাপ্ত করুন।

সহায়ক তথ্য ২.২(ক)

অভিজ্ঞতামূলক শিখন চক্র

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়ার উদাহরণ হিসেবে আমরা শিখনের চক্রটি লক্ষ্য করি-

প্রথম ধাপ: অভিজ্ঞতা

প্রথমে শিক্ষার্থী বাড়িতে কী কী কাজ করে তা শুনে নিয়ে এখন থেকে প্রতিদিন সে কী কী কাজ করবে তার একটি পরিকল্পনা তৈরি করতে দেওয়া হলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী সে প্রতিদিন তার কাজগুলো করতে থাকবে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রতিফলন

প্রতিদিন কাজগুলো করতে গিয়ে সে কী ধরনের সমস্যায় পড়ছে, কীভাবে সেটা কাটিয়ে উঠছে তা তার ডায়েরি/ছকে লিখে রাখার সুযোগ করে দেওয়া হলো। সে তার অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিদিনই শিখতে থাকবে।

তৃতীয় ধাপ: বিমূর্ত ধারণায়ন

শিক্ষার্থীকে কাজগুলো আরও নিঁখুতভাবে করার জন্য বিভিন বই, পত্র-পত্রিকা, ভিডিও অথবা শিক্ষকের নিকট থেকে বিস্তারিত জানার সুযোগ দেওয়া হলো। আর সেসব তথ্য তার অভিজ্ঞতা ও প্রতিফলনের মাধ্যমে অর্জিত শিখনকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তুলবে।

চতুর্থ ধাপ: পরীক্ষণ

শিক্ষার্থী এই অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ঘটিয়ে তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে অন্যান্য কাজগুলো সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ এভাবে অর্জিত জ্ঞান নতুন কোনো কাজে লাগাতে পারবে।

সহায়ক তথ্য ২.২ (খ)

ডেমোর জন্য নির্ধারিত ক্লাসের পরিকল্পনা

ক্লাসটি শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া রয়েছে (ষষ্ঠ শ্রেণির দশে মিলে করি কাজ এর ৪র্থ ক্লাস)। এই ক্লাসের সময়সীমা প্রশিক্ষক নিজের মতো করে পুনর্বিন্যাস করে ডেমো উপযোগী করে নিতে পারেন । তবে এর সংগে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের চক্র পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে একই অধ্যায়ের ৫ম ক্লাসের অংশ বিশেষ যুক্ত করে ডেমো দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ পরের ক্লাসের দলভিত্তিক সমস্যাগুলোর মধ্যে (ক) সমস্যাটি ভূমিকাভিনয় করতে দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এটি সক্রিয় পরীক্ষণ হিসেবে কাজ করবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে-

গেইম পর্ব	প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা
মাইন্ড ম্যাপিং পর্ব	প্রতিফলন
প্লেনারি আলোচনা পর্ব	ধারণায়ন
সমস্যা সমাধানের ভূমিকাভিনয় পর্ব	পরীক্ষণ

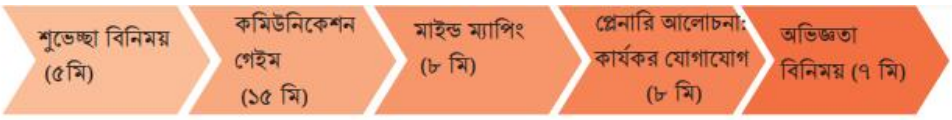

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি 'কমিউনিকেশন গেইম' খেলার আমন্ত্রণ জানান। গেইমের জন্য একটা চিরকুটে নিচের বাক্যগুলো আগে থেকেই লিখে আনুন।

ক. তিনটা বড়ো হলুদ পাখি একটা গাছের ছোটো ডালে বসে আছে।

খ. গতকাল বাজারে গিয়ে তিনটা ডিম কেনার পর একটা ছোট মুরগি কিনলাম।

২. পুরো ক্লাসকে দুইভাগে ভাগ করুন। দুই দল থেকে একজন করে দলনেতা ডেকে এনে চিরকুটটি পড়তে দিন। এবার যা তারা পড়েছে তা নিজ নিজ দলের সদস্যদেরকে রি-লের মতো করে কানে কানে বলতে বলুন। অর্থাৎ তারা যা পড়েছে তা তাদের দলের প্রথমজনকে কানে কানে বলতে বলুন। প্রথমজন যা শুনেছে তা তাদের দলের দ্বিতীয়জনকে কানে কানে বলতে বলুন। এবার দ্বিতীয়জন যা শুনেছে তা তৃতীয়জনের কানে কানে বলতে বলুন। এভাবে দুইদলের সর্বশেষ সদস্য পর্যন্ত বলা শেষ হলে, দুইদলেরই সর্বশেষ সদস্যকে সামনে ডেকে আনুন এবং তারা কী শুনেছে তা জোরে স্পষ্টভাবে বলতে বলুন।

এবার দুই দলনেতার যেকোনো একজনকে ডেকে চিরকুটের লেখা উচ্চস্বরে পড়ে শোনাতে বলুন। চিরকুটের লেখার সাথে সর্বশেষ ব্যক্তির বক্তব্যের পার্থক্য কোন দলের কম তা বের করুন এবং তাদের দলকে বিজয়ী ঘোষণা দিন, হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

৩. সবাইকে বসতে বলুন এবং গেইম নিয়ে কিছু প্রশ্ন করুন। যেমন, আমাদের এই গেইমে কিছু তথ্য হারিয়ে গেছে, কেন তা হারিয়ে গেল, জিজ্ঞেস করুন। তাদের বক্তব্য শোনার পর আপনি বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করুন। বোর্ডে কারণগুলো লিখে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করুন।

৪. এবার পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ১০৫ এবং আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যোগাযোগ কার্যকর করার শর্তগুলো ব্যাখ্যা করুন।

কর্মদিবস ২

অধিবেশন ২.3: সিমুলেশন — সময় : ১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : সিমুলেশনের ধারণা এবং পরিচালনার নিয়ম-কানুন

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

কাজ-গ : সিমুলেশন

কাজ-ঘ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-ঙ : সিমুলেশনের পাঠের সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার সমন্বয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন) প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সিমুলেশনের ধারণা ও সিমুলেশন করার নিয়মকানুন ব্যাখ্যার জন্য প্রস্তুতকৃত পিপিটি তৈরি করে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের সিমুলেশনের জন্য যে অধ্যায়টি বরাদ্দ করা হবে সেটির পিরিয়ড সংখ্যা, কার্যক্রম (এক্টিভিটি) ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : সিমুলেশনের ধারণা এবং পরিচালনার নিয়ম-কানুন

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। প্রশিক্ষণার্থীরা ছোটবেলায় কখনও পুতুল খেলেছেন কিনা কিংবা পুতুল খেলতে দেখেছেন কিনা জিজ্ঞেস করুন। একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য পুতুল খেলা নিয়ে নিচের ছড়াটি আবৃত্তি করে সবাইকে শোনান (কিংবা প্রশিক্ষণার্থীদের কাউকে দিয়ে পুতুল খেলা নিয়ে কোনও কবিতা বা ছড়ার লাইন আবৃত্তি করে শোনাতে বলুন)-

'চলনা সখী সবাই মিলে পুতুল খেলার ঘরে
খেলব খেলা সারাবেলা রান্না-বাড়া করে
আজ পুতুলের গায়ে হলুদ কাল পুতুলের বিয়ে
মাতব সবাই গায়ে হলুদে রঙের খেলা নিয়ে'।

(মনির চৌধুরী https://www.bangla-kobita.com/monirchowdhury/putolar-biya/)

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন- পুতুল খেলায় রান্না-বাড়া, গায়ে হলুদের আয়োজন কোনো কিছুই বাস্তব নয়, আবার বাস্তবও অর্থাৎ বাস্তবকে অনুকরণ করে অভিনয় করা হয়, সিমুলেশন অনেকটা এরকমই। বাস্তব নয়, তবে বাস্তবের অভিনয় করতে হয়। এভাবে ব্যাখ্যা করে সিমুলেশনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। পিপিটি প্রদর্শন করে সিমুলেশনের নিয়ম কানুন ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

১. প্রথম কর্মদিবসে করা জুটি মিলিয়ে পাশাপাশি বসতে বলুন। প্রতি জোড়ায় ষষ্ঠ শ্রেণির ১টি পাঠ্যপুস্তক ও ১টি শিক্ষক সহায়িকা (সম্ভব না হলে সবাইকে সফট কপি দিন) সরবরাহ করুন। 'কাজের মাঝে আনন্দ' এই অধ্যায়টির ১ম ও ২য় ক্লাসটি (শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ রয়েছে) জোড়ায় আলোচনার মাধ্যমে পড়তে বলুন

। পাঠ্যবইয়ের সাথে মিলিয়ে শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়ে ক্লাসগুলো কীভাবে শ্রেণিকক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তা ভালোভাবে বুঝে নিতে বলুন।

২. সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে 'কাজের মাঝে আনন্দ' এর ২য় ক্লাসটি সিমুলেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। লটারির মাধ্যমে যেকোনো একজনকে ক্লাসটি সিমুলেশন করতে ডাকা হবে বলে ঘোষণা দিন।

৩. সিমুলেশনে সকল প্রশিক্ষণার্থী যেন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর মত আচরণ করেন এই বিষয়টি মনে করিয়ে দিন। স্যান্ডউইচ পদ্ধতিতে (বক্তব্যের শুরু ও শেষে কিছু প্রশংসা বাক্য এবং বক্তব্যের মাঝখানে উন্নয়নের জন্য পরামর্শগুলো বলতে হয়) ফিডব্যাক কীভাবে দিতে হয় তা সবাইকে বুঝিয়ে বলুন। একাজে গ্রাউন্ডরুলের কথাও আরেকবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিন।

কাজ-গ : সিমুলেশন

১. লটারির মাধ্যমে যেকোনো একজনকে নির্বাচন করুন (আই ডি নম্বর দিয়ে লটারি করা যেতে পারে)। তাকে কাজ গোছানোর জন্য ২/৩ মিনিট সময় দিন। সিমুলেশনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে নিতে বলুন।

২. যিনি সিমুলেশন করছেন, তার জন্য ফিডব্যাক নিজ নিজ খাতায় টুকে রাখতে বলুন। এরপর সিমুলেশনের জন্য স্টপ ওয়াচে সময় নির্ধারণ করে নিন (সিমুলেশনের জন্য ২০ মিনিট সময় দিন) এবং সিমুলেশন শুরু করতে বলুন।

৩. মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যিনি করছেন, তিনি শিক্ষক সহায়িকার সাথে মিল রেখে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তার সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-ঘ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

৫. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। সিমুলেশন পরিচালনাকারীকে ধন্যবাদ দিন। এবার যে কোনো দুইজনের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

৬. এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারীকে তার কাজটি নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভুতি এবং সবার পরামর্শ থেকে তার উপলব্ধি সংক্ষেপে শেয়ার করতে বলুন।

৭. বক্তব্যের পর সিমুলেশন পরিচালনাকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজ আসনে বসতে বলুন। এবার তার জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সিমুলেশনের এই পর্বেও কীভাবে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের ধাপগুলো কাজ করেছে তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।

কাজ-ঙ : সিমুলেশনের পাঠের সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার সমন্বয়

১. দুপুরের খাবারের পর সবার মধ্যে একটু ঝিমুনীভাব চলে আসে। এটা দূর করার জন্য যেকোনো ধরনের আইস ব্রেকার ব্যবহার করতে পারেন। (যেমন- যেকোনো একজনকে ডেকে এনে বোর্ডে নিজের প্রতিকৃতি আঁকতে দেওয়া, গান/ কবিতা/কৌতুক/ ধাঁধা/ প্যারোডি/শব্দ জব্দ ইত্যাদি করানো যেতে পারে।)

২. এবার সবাইকে ৮ টি দলে ভাগ করে দিন । প্রতিটি দলকে ষষ্ঠ শ্রেণির একেকটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে উক্ত অধ্যায়গুলোর জন্য শিক্ষক সহায়িকায় কয়টি করে পিরিয়ড/ক্লাস বরাদ্দ আছে তা বের করতে বলুন। (এক্ষেত্রে ১ম দলকে কাজের মাঝে আনন্দ, ২য় দলকে পেশার রূপবদল ...এভাবে ধারাবাহিকভাবে ৮টি দলকে ৮টি অধ্যায় বণ্টন করে দিন)

৩. বোর্ডে একটি মাইন্ড ম্যাপ আকুঁন – একটা বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে জীবন ও জীবিকা লিখে একটা করে হাত বের করে ৮টি বৃত্ত এঁকে সেগুলোর একেকটাতে একেকটা অধ্যায়ের নাম লিখুন; এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে করে উত্তর জেনে নিন এবং প্রতিটি অধ্যায় থেকে যতটি ক্লাস ততটি রশ্মি এঁকে দিন; যা দেখতে এরকম হতে পারে-

৪. এবার একই দলে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের জন্য অর্পিত অধ্যায়ের প্রতিটি ক্লাস কীভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া হয়েছে তা খুঁজে দেখতে বলুন। এই কাজটির জন্য ২০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।

৫. এবার প্রথম অধ্যায়ের ১ম ক্লাসটি শিক্ষক সহায়িকায় কীভাবে নেওয়ার পরিকল্পনা করা আছে,তার ধাপগুলো ১ম দলের যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। তার বর্ণনা অনুযায়ী বোর্ডে ফ্লোচার্ট এঁকে দিন।

৬. উক্ত অধ্যায়ের ৩য় ক্লাসটি উক্ত দলের অন্য একজন প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করে করে (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে) একটি ফ্লোচার্ট এঁকে দেখান (অথবা তাদের মধ্য থেকে কাউকে ডেকে এনে ফ্লোচার্ট তৈরি করানো যেতে পারে)।

৭. একইভাবে অন্যান্য দলগুলো থেকে যেকোনো একজনকে সামনে এসে তাদের উপর অর্পিত অধ্যায়ের ১ম ক্লাসটি কীভাবে পরিচালনার নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া হয়েছে তা বলতে বলুন।

৮. এভাবে অন্যান্য দলগুলো থেকে যেকোনো একজনকে সামনে এসে তাদের দলের জন্য অর্পিত অধ্যায়ের যেকোনো একটি ক্লাস পরিচালনার যে নির্দেশনা শিক্ষক সহায়িকায় দেওয়া হয়েছে তা বলতে বলুন।

৯. এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষক সহায়িকা এবং পাঠ্যপুস্তকের সাথে সমন্বয় হাতে কলমে সবাই বুঝতে পেরেছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। কারও বুঝতে অসুবিধা হলে আরেকবার প্রজেকটরে সফট কপি দেখিয়ে প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

১০. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ক্লাস সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ২

অধিবেশন ২.৪: সিমুলেশন — সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

কাজ-খ : সিমুলেশন

কাজ-গ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-ঘ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা’র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন) প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের /সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়কার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

১. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ক্লাস শুরু করুন। পূর্বের সেশনে গঠন করা দলে এবার সবাইকে শিক্ষক সহায়িকা ও পাঠ্যপুস্তক দেখে নিজেদের উপর অর্পিত অধ্যায়ের ক্লাসগুলো নিজ দলের সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে নিতে বলুন এবং উক্ত ক্লাসের উপর সিমুলেশন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়ে ক্লাসগুলো কীভাবে শ্রেণিকক্ষে পরিচালনা করবেন তা ভালোভাবে বুঝে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ২০ মিনিট সময় দিন।

২. লটারির মাধ্যমে একেকজনকে একেকটি ক্লাস সিমুলেশন করতে ডাকা হবে বলে ঘোষণা দিন।

৩. সিমুলেশনে সকল প্রশিক্ষণার্থী যেন ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীর মতো আচরণ করেন এই বিষয়টি মনে করিয়ে দিন। স্যান্ডউইচ পদ্ধতিতে ফিডব্যাক দেওয়া এবং গ্রাউন্ডরুলের কথাও আরেকবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিন।

কাজ-খ : সিমুলেশন

১. এবার ১ম দল থেকে ১ম অধ্যায়ের ৩ থেকে ৬ এর মধ্যে যেকোনো একটি ক্লাস সিমুলেশন করে দেখানোর জন্য একজনকে নির্বাচন করুন (আইডি নম্বর দিয়ে লটারি করা যেতে পারে)। সিমুলেশন শুরুর পূর্বে কাজ গোছানোর জন্য ২/৩ মিনিট সময় দিন । এবার সিমুলেশনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে সিমুলেশন করতে বলুন।

৪. যিনি সিমুলেশন করছেন, তার জন্য ফিডব্যাক নিজ নিজ খাতায় টুকে রাখতে বলুন। এরপর সিমুলেশনের জন্য স্টপ ওয়াচে সময় নির্ধারণ করে নিন (সিমুলেশনের জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন) এবং সিমুলেশন শুরু করতে বলুন।

৫. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যিনি করছেন, তিনি শিক্ষক সহায়িকার সাথে মিল রেখে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তার সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-গ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

১. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। সিমুলেশন শেষে সিমুলেশন পরিচালনা কারীকে ধন্যবাদ দিন।

২. এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারীরজন্য অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে যেকোনো দুইজনের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

৩. এবার তাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সিমুলেশনের পাঠে তে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের কোন কোন ধাপ কীভাবে কাজ করেছে তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।

৪. আগামীদিন দলের সবাইকে নিজ নিজ ক্লাসের সিমুলেশনের প্রস্তুতি নিয়ে আসার ঘোষণা দিন।

কাজ-ঘ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

কাজের মাঝে আনন্দ এই অধ্যায়টির কার্যক্রম বিদ্যালয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় কিছু আছে কিনা তা জিজ্ঞেস করুন বোর্ডে পয়েনট গুলো লিখে দিন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.১: সিমুলেশন

সময় : ৩০+৬০=১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : রিক্যাপ এবং আইস ব্রেকিং

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

কাজ-গ : সিমুলেশন

কাজ-ঘ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-ঙ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন), প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : রিক্যাপ এবং আইস ব্রেকিং

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর 'তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব রে। আমরা ক'জন নবীন মাঝি হাল ধরেছি যে... গানটি মোবাইল/ল্যাপটপ থেকে শোনান অথবা নিজে গেয়ে অথবা প্রশিক্ষণার্থীদের কাউকে গানটি গাইতে বলুন, সাথে অন্যদের গলা মিলাতে এবং তাল দিতে বলুন।

২. গানের হাল ধরা বা দৃঢ় প্রত্যয়কে নিজেদের নতুন পথে চলার প্রতিজ্ঞা হিসেবে অভিহিত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং গতদিনে কী কী কার্যক্রম হয়েছে তা সংক্ষেপে বলার জন্য যেকোনো একজনকে আহবান জানান। তার রিক্যাপ শেষ হলে হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানান এবং নিজ আসনে বসতে বলুন। তার বক্তব্যে কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে তা যুক্ত করে দিন।

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

১. গতদিনের বণ্টন অনুযায়ী ২য় দল ও ৩য় দল থেকে যেকোনো দুইজনকে সিমুলেশনের প্রস্তুতি নিতে বলুন। উপকরন ও পরিবেশ প্রস্তুতির জন্য ২/৩ মিনিট সময় দিন।

কাজ-গ : সিমুলেশন

১.

১. যিনি সিমুলেশন করছেন, তার জন্য ফিডব্যাক নিজ নিজ খাতায় টুকে রাখতে বলুন। এরপর সিমুলেশনের জন্য স্টপ ওয়াচে সময় নির্ধারণ করে নিন (সিমুলেশনের জন্য একেকজনকে ১০ মিনিট করে সময় দিন) এবং সিমুলেশন শুরু করতে বলুন।

২. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন দুটি পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যারা করছেন, তারা শিক্ষক সহায়িকার সাথে মিল রেখে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তাদের সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-ঘ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

১. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। প্রথমজনের সিমুলেশন শেষে তাকে ধন্যবাদ দিন। একইভাবে অন্যজনের সিমুলেশন দেখে তাকেও ধন্যবাদ দিন।

২. এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারী দুইজনের জন্য অন্য যেকোনো দুইজন প্রশিক্ষণার্থীর ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

৩. এবার তাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সিমুলেশনের পাঠগুলোতে কীভাবে অভিজ্ঞতামূলক শিখনের ধাপগুলো কাজ করেছে তা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন।

৪. সবশেষে সম্মিলিতভাবে স্কাউট হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে সিমুলেশন পর্ব সমাপ্ত করুন।

কাজ-ঙ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

১. এবার এই যে দুটি অধ্যায়ের উপর সিমুলেশন পরিচালনা করা হয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় যেসব দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা সবাইকে জিজ্ঞেস করুন এবং পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখে দিন এবং ভালোভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.২: সিমুলেশন — সময় : ১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : স্কিল কোর্স-১ কুকিং এর প্রদর্শনী ক্লাসের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনী

কাজ-খ : কুকিং কোর্স সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

কাজ-গ : স্কিল কোর্স-২ গ্রাফটিং এর প্রদর্শনী ক্লাসের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনী

কাজ-ঘ : গ্রাফটিং কোর্স সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)- প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, স্কিল কোর্স-কুকিং এর জন্য স্টোভ, লাইটার, কাপ (চাল মাপার জন্য), ভাত রান্নার জন্য ঢাকনাসহ ছোট হাড়ি, পানি, চাল ধোয়ার ব্যবস্থা,(অথবা ডিম , পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, কড়াই লবণ , চামচ, বাটি, ছুরি, বোর্ড ইত্যাদি), স্কিল কোর্স-গ্রাফটিং এর জন্য টবের গাছ, ছুরি, পলিথিন, টেপসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন

সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। স্কিল কোর্স-১ কুকিং এর প্রদর্শনী ক্লাস প্রশিক্ষক নিজে করবেন এবং স্কিল কোর্স-২ এর প্রদর্শনী ক্লাস প্রশিক্ষক নিজে না করে উপজেলা কৃষি অফিস থেকে আগত (গ্রাফটিং কাজে দক্ষ এমন কাউকে অথবা স্থানীয় কোনো নার্সারির দক্ষ মালী) প্রশিক্ষককে দিয়ে প্রদর্শনীটি পরিচালনা করাবেন। এজন্য আগে থেকেই তার উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : স্কিল কোর্সের প্রদর্শনী ক্লাসের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনী ১

১. কুকিং কোর্সের জন্য শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করে নিন। স্টোভ ও অন্যান্য সামগ্রী গুছিয়ে নিয়ে ক্লাসটি শুরু করুন।
২. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ... খুলে গল্পটি একজনকে পড়ে শোনাতে বলুন।
৩. এরপর ভাত রান্না করে দেখাবেন তা ঘোষণা দিন। পাঠ্যপুস্তকের একটি করে ধাপ একেকজনকে পড়তে বলুন এবং সেই অনুযায়ী ধাপে ধাপে কাজগুলো করতে থাকুন।
৪. প্রতিটি ধাপে যেসব সতর্কতা রয়েছে, সেগুলো ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।
৫. রান্না শেষ হলে এই রান্না সম্পর্কে অন্যান্যদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৬. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রদর্শনী ক্লাস সমাপ্ত করুন।

কাজ-খ : কুকিং কোর্স সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

১. এবার 'কুকিং' কোর্সের যে পাঠ প্রদর্শন হয়েছে তা বাদ দিয়ে অন্য রান্না সম্পর্কে সবাইকে নিজ দলে আলোচনা করে পড়ে নিতে বলুন। দলের কাছে ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন, কারো বুঝতে অসুবিধা হলে সহায়তা করুন।
২. পাঠ্যপুস্তকে আলু ভর্তা রান্নার যে পরিকল্পনা করা আছে, তার ধাপগুলো যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। তার বর্ণনা অনুযায়ী বোর্ডে ফ্লোচার্ট এঁকে দিন।
৩. এবার কুকিং কোর্সের শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে সেগুলো সবার কাছ থেকে শুনে বোর্ডে/ ফ্লিপ চার্টে লিখুন এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার উপায়গুলো কী হতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিন। সিদ্ধান্তগুলো বোর্ডে লিখুন।
৪. 'স্কিল কোর্স ১ : কুকিং' এর ক্ষেত্রে যে দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত করুন এবং ভালোভাবে সবাইকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।
৫. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কাজ-গ : স্কিল কোর্সের প্রদর্শনী ক্লাসের প্রস্তুতি ও প্রদর্শনী-২

[স্থানীয়ভাবে একজন গ্রাফটিং বিশেষজ্ঞ (নার্সারির অভিজ্ঞ মালী/ কৃষি অফিসের কোনো কর্মকর্তা) এর মাধ্যমে কীভাবে গ্রাফটিং করতে হবে তা ভালোভাবে সবাইকে শিখিয়ে দিতে হবে।

এই নির্দেশনা কৃষি কর্মকর্তাকে সহায়তার জন্য)]

১. গ্রাফটিং কোর্সের জন্য শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করে নিন। গাছ ও অন্যান্য সামগ্রী গুছিয়ে নিয়ে ক্লাসটি শুরু করুন।

২. সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা ... খুলে গল্পটি একজনকে পড়ে শোনাতে বলুন।

৩. এরপর কীভাবে গ্রাফটিং করতে হয় তা দেখাবেন বলে ঘোষণা দিন। পাঠ্যপুস্তকের একটি করে ধাপ একেকজনকে পড়তে বলুন এবং সেই অনুযায়ী ধাপে ধাপে কাজগুলো করতে থাকুন।

৪. প্রতিটি ধাপে যেসব সতর্কতা রয়েছে, সেগুলো ভালোভাবে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

৫. কাজটি শেষ হলে এর পরিচর্যা সংক্রান্ত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৬. গ্রাফটিং সংক্রান্ত অন্যান্যদের কোনো প্রশ্ন থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৭. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রদর্শনী ক্লাস সমাপ্ত করুন।]

কাজ-ঘ গ্রাফটিং কোর্স সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

১. এবার গ্রাফটিং' কোর্সের যে পাঠটি প্রদর্শন ও সিমুলেশন হয়েছে তা সম্পর্কে সবাইকে নিজ দলে আলোচনা করে ভালোভাবে আবার পড়ে নিতে বলুন। দলের কাছে ঘুরে ঘুরে তদারকি করুন, কারো বুঝতে অসুবিধা হলে সহায়তা করুন।

২. পাঠ্যপুস্তকে গ্রাফটিং এর যে পরিকল্পনা করা আছে, তার ধাপগুলো যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। তার বর্ণনা অনুযায়ী বোর্ডে ফ্লোচার্ট এঁকে দিন।

৩. এবার এই অধ্যায়টির শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে সেগুলো সবার কাছ থেকে শুনে বোর্ডে লিখুন এবং প্রতিটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার উপায় কী হতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিন। সিদ্ধান্তগুলো বোর্ডে লিখুন।

৪. স্কিল কোর্স ২ গাফটিং এর ক্ষেত্রে যে দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা জিজ্ঞেস করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে ভালোভাবে সবাইকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৫. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.৩: সিমুলেশন **সময় : ১২০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : সিমুলেশনের প্রস্তুতি

কাজ-খ : সিমুলেশন

কাজ-গ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-ঘ : অধ্যায় সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন), প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : সিমুলেশনের প্রস্তুতি

১. আগের দলগুলোতে আলোচনা করে নিজ দলের নির্ধারিত অধ্যায়ের যেকোনো একটি ক্লাসের জন্য করে সিমুলেশনের দলের সকল সদস্যকে প্রস্তুতি নিতে বলুন।

২. প্রত্যেক দল থেকে লটারির মাধ্যমে একজন করে সিমুলেশন করতে ডাকা হবে বলে ঘোষণা দিন।

কাজ-খ : সিমুলেশন

১. প্রতিটি দল থেকে পেশার রুপবদল, আগামীর স্বপ্ন, আর্থিক ভাবনা , আমার জীবন আমার লক্ষ্য ও দশে মিলে করি কাজ প্রতিটি থেকে একটি করে সিমুলেশন একেকদল থেকে ধারাবাহিকভাবে দিতে বলুন।

২. যে দল সিমুলেশন করছেন, তাদের জন্য ফিডব্যাক নিজ নিজ খাতায় টুকে রাখতে বলুন। এরপর সিমুলেশনের জন্য স্টপ ওয়াচে সময় নির্ধারণ করে নিন এবং সিমুলেশন শুরু করতে বলুন।

৩. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যারা করছেন, তারা শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তকের ধাপসমূহ অনুসরণ করে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তাদের সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-গ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

১. সিমুলেশন দলকে ধন্যবাদ দিন। এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

২. এবার তাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সবশেষে সম্মিলিতভাবে স্কাউট হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে সিমুলেশন পর্ব সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৩

অধিবেশন ৩.৪: সিমুলেশন — সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : আইস ব্রেকিং

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা’র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সিমুলেশনের জন্য যে অধ্যায়গুলো বরাদ্দ করা হবে সেগুলোর পিরিয়ড সংখ্যা, কার্যক্রম (এক্টিভিটি) ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : আইস ব্রেকিং

১. সবাইকে উঠে দাঁড়াতে বলুন। হালকা একটু ব্যায়াম করিয়ে নিন (যেমন-Head and shoulder, Elboo and knee এই শব্দগুলর সাথে সাথে দুহাত দিয়ে নিজের উক্ত অংগগুলো স্পর্শ করা, কিংবা দাঁড়িয়ে আঙ্গুলের যেকোনো ধরনের হালকা ব্যায়াম করানো যেতে পারে)।

কাজ-খ : শিক্ষক সহায়িকা অনুসারে সিমুলেশনের প্রস্তুতি

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৯টি দলে ভাগ করে দিন । সপ্তম শ্রেণির পাথ্যপুস্তক ও টিজি সরবরাহ করুন। প্রতিটি দুকে ১টি করে অধ্যায় নির্ধারণ করে দিন। প্রতি দলকে উক্ত অধ্যায়ে কতটি ক্লাস রয়েছে তা বের করতে বলুন এবং প্রতিটি অধ্যায়ের ক্লাসগুলোর সারাংশ আলোচনা করতে বলুন।

৩. এবার প্রতিটি দল থেকে একজনকে উক্ত অধ্যায়ের ক্লাস সমূহের মূল কার্যক্রমগুলো ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করতে বলুন।

৪. সব দলের উপস্থাপন শেষে এবার দলের প্রত্যেক সদস্যকে নিজ নিজ অধ্যায়ের একেকটি ক্লাস বণ্টন করে নিয়ে সিমুলেশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.১: সিমুলেশন — সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : রিক্যাপ ও আইস ব্রেকিং

কাজ-খ : সিমুলেশন

কাজ-গ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা’র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের /সহায়তাকারীর প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা সপ্তম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সিমুলেশনের জন্য যে অধ্যায়গুলো বরাদ্দ করা হবে সেগুলোর পিরিয়ড সংখ্যা, কার্যক্রম (এক্টিভিটি) ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : রিক্যাপ ও আইস ব্রেকিং

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘ছাড়পত্র’ কবিতাটি মোবাইল/ল্যাপটপ থেকে শোনান অথবা নিজে আবৃত্তি করুন অথবা প্রশিক্ষণার্থীদের কাউকে আবৃত্তি করতে বলুন, সাথে অন্যদেরও গলা মিলাতে বলুন।

২. ‘এই বিশ্বকে এই শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি’ কবিতার এই দৃঢ় প্রত্যয়কে নিজেদের নতুন পথে চলার অঙ্গীকার হিসেবে অভিহিত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং গতদিনে কী কী কার্যক্রম হয়েছে তা সংক্ষেপে বলার জন্য যেকোনো একজনকে আহবান জানান। তার রিক্যাপ শেষ হলে হাততালি দিয়ে ধন্যবাদ জানান এবং নিজ আসনে বসতে বলুন। তার বক্তব্যে কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে তা যুক্ত করে দিন।

কাজ-খ : সিমুলেশন

১. কাজের মাঝে আনন্দ, পেশার রূপবদল, আগামীর স্বপ্ন এই তিনটি অধ্যায় থেকে একটি করে ক্লাস সিমুলেশনের জন্য এক এক অক্রে আহবান জানান। প্রত্যেকে ১০ মিনিট করে সময় নির্ধারন করে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে সিমুলেশন করতে বলুন।

২. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যারা করছেন, তারা শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তকের ধাপসমূহ অনুসরণ করে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তাদের সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-গ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

১. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। সিমুলেশন প্রদান কারী ও তার দলকে ধন্যবাদ দিন। এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

২. এবার তাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সবশেষে সম্মিলিতভাবে স্কাউট হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে সিমুলেশন পর্ব সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.২: সিমুলেশন **সময় : ১২০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : সিমুলেশন

কাজ-ঘ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-গ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন), প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা সপ্তম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সিমুলেশনের জন্য যে অধ্যায়গুলো বরাদ্দ করা হবে সেগুলোর পিরিয়ড সংখ্যা, কার্যক্রম (এক্টিভিটি) ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : সিমুলেশন

৩. আর্থিক ভাবনা, আমার জীবন আমার লক্ষ্য, দশে মিলে করি কাজ এবং স্কিল কোর্স ১ –কুকিং এই চারটি অধ্যায় থেকে একটি করে ক্লাস সিমুলেশনের জন্য এক এক করে আহবান জানান। প্রত্যেকে ১০ মিনিট করে সময় নির্ধারন করে দিন। প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে সিমুলেশন করতে বলুন।

৪. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন পর্যবেক্ষণ করুন। সিমুলেশন যারা করছেন, তারা শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তকের ধাপসমূহ অনুসরণ করে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। তাদের সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

কাজ-খ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

৩. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। সিমুলেশন প্রদান কারী ও তার দলকে ধন্যবাদ দিন। এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারীদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

৪. এবার তাদের জন্য বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকলে সেগুলো ব্যাখ্যা করে ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করুন। সবশেষে সম্মিলিতভাবে স্কাউট হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে সিমুলেশন পর্ব সমাপ্ত করুন।

কাজ-গ : পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়ভিত্তিক বিশেষ নির্দেশনা (৩০ মি)

১. এবার এই অধ্যায়গুলোর শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা জিজ্ঞেস করুন এবং আলোচনায় উঠে আসা তথ্যগুলো বোর্ডে পয়েন্ট আকারে লিখে দিন এবং ভালোভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

২. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.৩: সিমুলেশন **সময় :১২০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরকে ‘জীবন ও জীবিকা’ বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : আইস ব্রেকিং

কাজ-খ : কেয়ার গিভিং ও মুরগী পালন এর সিমুলেশন

কাজ-গ : সিমুলেশনের ফিডব্যাক ও আলোচনা

কাজ-ঘ : স্কিল কোর্স ২ ও ৩ সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা’র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-৫.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট, ড্যামি পুতুল ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

সকল প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষক সহায়িকা সংগ্রহ করে নিন (প্রাপ্যতা সাপেক্ষে) অথবা সপ্তম শ্রেণির জীবন ও জীবিকা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার পিডিএফ ভার্সন সংগ্রহ করে নিন। প্রশিক্ষণার্থীরাও যেন সংগ্রহ করতে পারে কিংবা আগে থেকেই ডাউনলোড করে নিয়ে আসেন সেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের সিমুলেশনের জন্য যে অধ্যায়গুলো বরাদ্দ করা হবে সেগুলোর পিরিয়ড সংখ্যা, কার্যক্রম (এক্টিভিটি) ভালোভাবে দেখে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : আইস ব্রেকিং

১. সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর ‘চল চল চল ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল...’রণসঙ্গীতটি অথবা ‘আমরা করব জয়’ গানটি মোবাইল/ল্যাপটপ থেকে শোনান অথবা নিজে গেয়ে শোনান অথবা প্রশিক্ষণার্থীদের

কাউকে গাইতে বলুন, সাথে অন্যদেরও গলা মিলাতে বলুন অথবা সবাই মিলে একসাথে গাইতে বলুন। (https://www.youtube.com/watch?v=HjrdmuuU২sg)

২. ‘আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত’ অথবা ‘আমরা করব জয়’ গানের এই দৃঢ় প্রত্যয়কে নিজেদের নতুন পথে চলার অঙ্গীকার হিসেবে অভিহিত করে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ।

কাজ-খ : কেয়ার গিভিং ও মুরগি পালন-এর সিমুলেশন

১. এবার পূর্বের নির্ধারিত দল থেকে স্কিল কোর্স-২ : কেয়ার গিভিং এবং স্কিল কোর্স-৩: এর উপর সিমুলেশন করার আহবান জানান। প্রয়োজনে লটারির মাধ্যমে যেকোনো দুইজনকে নির্বাচন করুন । প্রথমে স্কিল কোর্স-২ : কেয়ার গিভিং প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষ সাজিয়ে সিমুলেশন করতে বলুন (প্রয়োজনে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভুমিকাভিনয় করিয়ে অথবা কোনো ড্যামি/পুতুল ব্যবহার করা যেতে পারে) । যিনি সিমুলেশন করছেন, তার জন্য ফিডব্যাক নিজ নিজ খাতায় টুকে রাখার জন্য অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন।

১. এরপর সিমুলেশনের জন্য স্টপ ওয়াচে সময় নির্ধারণ করে নিন এবং সিমুলেশন শুরু করতে বলুন।

২. মনোযোগ সহকারে সিমুলেশন পর্যবেক্ষণ করুন। শিক্ষক সহায়িকার নির্দেশনা ও পাঠ্যপুস্তকের ধাপসমূহ অনুসরণ করে ক্লাসের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কিনা তা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখুন। সিমুলেশন পরিচালনাকারীর সবল দিক এবং উন্নয়ন করা প্রয়োজন এমন দিকগুলো শনাক্ত করুন । সিমুলেশনের পরিবেশ বজায়ে সহোযোগিতা করুন।

৩. নির্ধারিত সময় শেষ হলে স্টপওয়াচ বন্ধ করুন। সিমুলেশন পরিচালনাকারীকে ধন্যবাদ দিন।

৪. একইভাবে স্কিল কোর্স ৩: মুরগী পালন এর সিমুলেশন শুরু করতে বলুন (এই পাঠের জন্য মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে ভিডিও দেখানো যেতে পারে)।

কাজ-গ : ফিডব্যাক ও আলোচনা

১. এবার সিমুলেশন পরিচালনাকারী দুইজনের জন্য অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে যেকোনো দুইজনের ফিডব্যাক শুনুন। এর বাইরে কারও কোনও পরামর্শ আছে কিনা জিজ্ঞেস করুন , যদি থাকে, তাহলে তা বলতে বলুন।

২. সবশেষে সম্মিলিতভাবে হাততালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে সিমুলেশন পর্ব সমাপ্ত করুন।

কাজ-গ : স্কিল কোর্স সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা

১. এবার কেয়ার গিভিং এবং মুরগি পালন এই দুটি কোর্সের শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিজ নিজ বিদ্যালয়ে পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে সেগুলো সবার কাছ থেকে শুনে বোর্ডে/ ফ্লিপ চার্টে লিখুন

২. প্রতিটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠার উপায়গুলো কী হতে পারে তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিন। সিদ্ধান্তগুলো বোর্ডে লিখুন।

৩. ‘স্কিল কোর্স ২ : কেয়ার গিভিং’ এবং ‘স্কিল কোর্স ৩ : মুরগি পালন’ এর ক্ষেত্রে যে দিকগুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে তা জিজ্ঞেস করুন এবং আলোচনায় উঠে আসা তথ্যগুলো বোর্ডে প্যেন্ট আকারে লিখুন। ভালোভাবে সবাইকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিন।

৪. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস ৪

অধিবেশন ৪.৪: সিমুলেশন সময় :৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে 'জীবন ও জীবিকা' বিষয়ের যোগ্যতা অর্জন করানোর কার্যক্রমসমূহ অনুশীলন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিখন শেখানো কার্যক্রমের ওভারভিউ বা সারাংশ

কাজ-খ : বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়

প্রয়োজনীয় উপকরণ

জীবন ও জীবিকা'র পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, সাইন পেন, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ও চার্ট ইত্যাদি

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়কা সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিখন শেখানো কার্যক্রমের ওভারভিউ বা সারাংশ

১. উভয় ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সারাংশ আকারে ব্যাখ্যা করুন।

২. বিশেষ কোনো অধ্যায় নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন থাকলে সেগুলো আলোচনা করুন।

৩. কোনো ক্লাসের অংশবিশেষ কীভাবে করানো হবে তা নিয়ে কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলুন।

কাজ-খ : বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বিনিময়

১. জীবন ও জীবিকা বিষয়টি সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের অনুভুতি ব্যক্ত করতে বলুন।

২. এই বিষয়ের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো কী হতে পারে তা নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করুন।

৩. চ্যালেং উত্তোরণের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

৪. সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস-৫

অধিবেশন ৫.১: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন **সময় : ৬০ মিনিট**

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর আলোকে মূল্যায়ন (শিখনকালীন ও সামষ্টিক) প্রক্রিয়া ও কৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন করা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা

কাজ-খ : পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

কাজ-গ : পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

কাজ-ঘ : পারদর্শিতার মাত্রা , যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশক এর সাথে সম্পর্ক

প্রয়োজনীয় উপকরণ

মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই নিজ বিষয়ের (জীবন ও জীবিকা) মূল্যায়ন সম্পর্কে জেনে নিন। অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস অনুযায়ী নিজ বিষয়ের পারদর্শিতার নির্দেশক ও পারদর্শিতার মাত্রাগুলোর সফট কপি সংগ্রহ করে নিন, সেগুলো ভালোভাবে পড়ে বুঝে নিন, এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। (পারদর্শিতার নির্দেশকগুলোর ৫/৬ সেট ফটোকপি সঙ্গে নিন, যাতে যান্ত্রিক গোলযোগ/বিদ্যুৎ না থাকলেও সেগুলো দিয়ে সেশন পরিচালনা করা যায়।)

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা

৭. শুভেচ্ছা বিনিময় করে গতদিনের সেশনে কী কী আলোচনা করা হয়েছে, তা খুব সংক্ষেপে যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। কেউ সাথে আরও কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যুক্ত করার মতো হলে দু'জনকেই ধন্যবাদ জানান।

৮. এবার শিখনকালীন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন কী তা কেউ জানে কিনা জিজ্ঞাসা করুন। দু'একজনের উত্তর শুনুন এবং তথ্যপত্র ৫.১ এর আলোকে উভয় প্রকার মূল্যায়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের জন্য কখন এই মূল্যায়ন করা হবে তাও বুঝিয়ে বলুন।

কাজ-খ : পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

৩. এবার তথ্যপত্র ৫.২ এর আলোকে পারদর্শিতার নির্দেশক সম্পর্কে ধারণা দিন।

৪. এই বিষয়ের শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা বা শিক্ষার্থীর অবস্থান জানা/পরিমাপের জন্য কী কী পারদর্শিতার নির্দেশক (PI) নির্ধারণ করা হয়েছে তা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন এবং ২/৩টি পারদর্শিতার নির্দেশক-এর প্রারম্ভিক, অন্তর্বর্তীকালীন এবং দক্ষ এই তিনটি স্তর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করুন।

৫. এবার সবাইকে কয়েকটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে এক সেট করে পারদর্শিতার নির্দেশক সরবরাহ করুন এবং অন্যান্য পি আই নিয়ে দলগত আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা করে বুঝার জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।

৬. প্রতি দলের কাছে গিয়ে তাদের আলোচনা পর্যেক্ষণ করুন।

৭. দলগত আলোচনার পর কোনটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। যেগুলো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে সেগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

কাজ-গ : পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

১. এবার তথ্যপত্র ৫.৩ এর আলোকে পারদর্শিতার আদর্শ সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা দিন।

২. যোগ্যতার মাপকাঠিতে শিক্ষার্থীর অবস্থান পরিমাপের জন্য এই বিষয়ে মোট কতটি পারদর্শিতার আদর্শ (PS) নির্ধারণ করা হয়েছে তা বলুন এবং সেগুলোর সাথে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট কার্ডে এই মাত্রাগুলো উল্লেখ থাকবে এই বিষয়টি তাদেকে অবহিত করুন।

কাজ-ঘ : পারদর্শিতার আদর্শ, যোগ্যতা ও পারদর্শিতার নির্দেশক এর সাথে সম্পর্ক

৮. শিক্ষার্থীর যোগ্যতা পরিমাপে পারদর্শিতার নির্দেশক এবং পারদর্শিতার মাত্রার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে সবাইকে বুঝিয়ে দিন।

৯. এক্ষেত্রে স্বচ্ছ ধারণা অর্জনের জন্য সবাইকে তথ্যপত্র ৫.৪ এককভাবে পড়তে দিন ।

১০. কারও কোনও প্রশ্ন থাকলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর দিন।

১১. এরপর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনটি সমাপ্ত করুন।

তথ্যপত্র ৫.১.১: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

মূল্যায়নের স্বরূপ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন তিন রকমের হতে পারে। শিখনের মূল্যায়ন (Assessment of Learning), শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning), এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning)। প্রথম ধরনের মূল্যায়নে শুধুমাত্র শিখনের পরিমাপ করা হয়, দ্বিতীয় ধরনের মূল্যায়নে ধারাবাহিক বা চলমান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বুঝে সে অনুযায়ী বর্ণনামূলক ফিডব্যাক দেওয়া হয়। আর তৃতীয় ধরনের মূল্যায়ন এমন হয় যে, সেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুধুমাত্র শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ও ফিডব্যাক প্রদানই করে না, বরং শিক্ষার্থীর জন্য শিখন অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে নতুন এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning), এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning) কে প্রাধান্য দিয়ে সাজানো হয়েছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার সময়ে নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে শিখনে সহায়তা করার যে পদ্ধতি তা-ই শিখনকালীন মূল্যায়ন নামে এখানে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিখনকালীন মূল্যায়ন হলো- শিখন প্রক্রিয়ার সংগে সন্নিবেশিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, যার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা জেনে শিখনে সহায়তা প্রদান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মূল্যায়নের তথ্য ও উপাত্ত যোগ্যতার বা পারদর্শিতার লক্ষ্যমাত্রা (Milestone) অর্জনের প্রমাণ দেয়। এই কারণে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদেরকে যেসব কাজ বা অভিজ্ঞতা বা কার্যক্রম করানো হবে সেগুলো অবশ্যই শিক্ষককে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর উন্নয়নের জন্য পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদানের জন্য মন্তব্য করতে হবে এবং এগুলোর প্রমাণাদি সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পরবর্তীতে এ ফলাফল সামষ্টিক মুল্যায়নের সংগে সমন্বিত করে সার্বিক মুল্যায়ন ও তার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। এ মূল্যায়ন পুরো শিক্ষাবছরব্যাপী শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চলমান থাকবে।

সামষ্টিক মূল্যায়ন

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা , তা-ই সামষ্টিক মূল্যায়ন। কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন একটি যোগ্যতা বা যোগ্যতাসমূহ অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানার জন্য এই সামষ্টিক মূল্যায়ন জরুরি। এক্ষেত্রে যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানা যায়। এ মূল্যায়ন শিক্ষা বছরের মধ্য সময়ে এবং শেষে, দুই বার করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে তার রেকর্ড, তথ্য, উপাত্ত বা প্রমাণকের ভিত্তিতে শিক্ষক পারদর্শিতার নির্দেশকে তার ইনপুট দেবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, **সামষ্টিক মূল্যায়ন মানে শুধুমাত্র কাগজ-কলম নির্ভর পরীক্ষা নয় বরং যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির (কাজ, এসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন, ইত্যাদি) সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে তা জানা।**

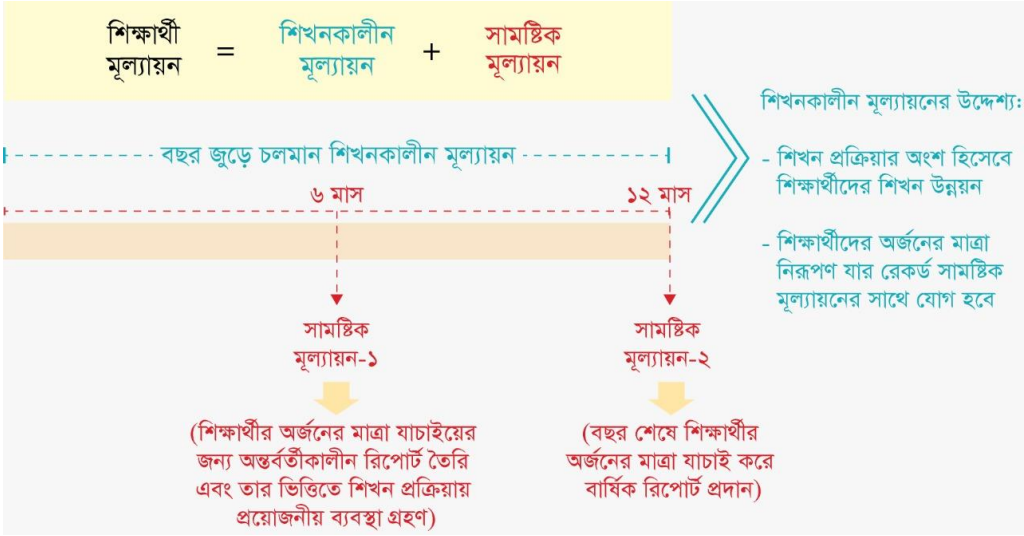

এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষার্থীর এই মূল্যায়ন শুধুমাত্র শিক্ষকই করবেন না। শিক্ষকের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, সহপাঠী এবং এলাকার লোকজন/কমিউনিটি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবে। শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত কাজগুলোতে তাদের মূল্যায়নের সেই সুযোগ রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ছক, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের ঘর /বক্স রাখা হয়েছে যা প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে।

তথ্যপত্র ৫.১.২: পারদর্শীতার নির্দেশক

পারদর্শিতার নির্দেশক (PI)

নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মোট দশটি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক **একক যোগ্যতা** নির্ধারণ করা হয়েছে।

জীবন ও জীবিকায় ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ৭টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্যও ৭টি একক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের জন্য এই একক যোগ্যতাসমূহই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে, নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা অবস্থান জানতে ঐ বিষয়ের একক যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

প্রতিটি শ্রেণির প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে কয়টি একক যোগ্যতা আছে, সেগুলোকে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক **স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য নির্দেশক** তৈরি করা হয়েছে যেগুলোকে **পারদর্শিতার নির্দেশক** বলা হয়েছে। অর্থাৎ, শিক্ষার্থী কী কী করলে বোঝা যাবে যে সে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা কী মাত্রায় অর্জন করেছে, তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পারদর্শিতার নির্দেশক হলো যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিমাপযোগ্য আচরণ যা সরাসরি একটি নির্দিষ্ট একক যোগ্যতার অর্জনের মাত্রাকে প্রকাশ করবে ।

জীবন ও জীবিকায় ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ১২টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য ১৪টি একক পারদর্শিতা নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোনো একটি পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে। তা পরিমাপের জন্য প্রতিটি পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থীর অবস্থানের তিনটি মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা **প্রারম্ভিক, বিকাশমান বা অন্তর্বর্তীকালীন ও দক্ষ** (স্তর অনুযায়ী অর্জনের পথে) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। এ মাত্রাসমূহ মূলত পারদর্শিতার পর্যায়ক্রমিক গুণগত বিবরণী যা বিভিন্ন ছক, টুল, রুব্রিক্স দিয়ে পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা মুল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর কার্যক্রম এবং তার পারদর্শিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রমানের ভিত্তিতে যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে সে কোন মাত্রায় (প্রারম্ভিক বা বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন বা দক্ষ) আছে তা নির্ধারণ করবেন। কোন একটি একক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রার সমন্বয়ে ঐ একক যোগ্যতা অর্জনে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ কোন একটি একক যোগ্যতার পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের সমন্বিত অবস্থান ঐ যোগ্যতায় শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্দেশ করে।

তথ্যপত্র ৫.১.৩: পারদর্শীতার আদর্শ

পারদর্শিতার আদর্শ (PS)

শিক্ষার্থীরা অর্জিত একক যোগ্যতাসমূহ যে কোন কাজে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করে, তাই একক যোগ্যতাসমূহের সমন্বিত প্রয়োগ অনুশীলন এবং তার মুল্যায়ন উৎসাহিত করতে একাধিক একক যোগ্যতার সমন্বয়ে পারদর্শিতার আদর্শ নির্ধারণ করা হয়েছে। পারদর্শিতার আদর্শের মাধ্যমে একক যোগ্যতাসমূহের সমন্বিত রূপ প্রকাশ করা হয়।

পারদর্শিতার আদর্শ হলো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের সামগ্রিক যোগ্যতার ভিত্তিতে (একক যোগ্যতারসমূহের সমন্বয়ে) অর্জিতব্য পারদর্শিতার বিভিন্ন মাত্রা যা ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার অবস্থান নির্ণয় করে। মুল্যায়নে পারদর্শিতার আদর্শে শিক্ষার্থীর অবস্থান জানতে এখানেও তিনটি পর্যায় নির্ধারিত থাকবে (প্রারম্ভিক, বিকাশমান/অন্তবর্তীকালীন এবং দক্ষ)।

জীবন ও জীবিকা বিষয়ে পারদর্শিতার আদর্শ (PS) ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য ৩টি এবং সপ্তম শ্রেণির জন্য ৩টি নির্ধারণ করা হয়েছে।

কোনো একটি বিষয়ের শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণ করতে শিক্ষক শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন থেকে তথ্য উপাত্ত নিয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে তার ইনপুট দেবেন। এই দুই ধরনের মূল্যায়ন থেকে প্রাপ্ত ইনপুটের ভিত্তিতে অর্জিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করবে। আবার একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারিত ফর্মুলায় সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার আদর্শ অর্জনে তার অবস্থান নির্ধারণ করবে যা পরবর্তীতে ঐ বিষয়ের চুড়ান্ত মূল্যায়ন হিসেবে রিপোর্ট কার্ড বা অগ্রগতির প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হবে। তবে এখানে শিক্ষকের কাজ হবে

নির্দিষ্ট প্রমাণক যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অবস্থানের ইনপুট প্রদান করা । এই কাজটি তিনি নির্দিষ্ট একটি সফটওয়্যারের মাধ্যমে করবেন। তার দেওয়া ইনপুটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব নিকাসের পর রিপোর্ট কার্ড বের হয়ে আসবে।

মূল্যায়নের এ নতুন পদ্ধতিতে **অপ্রয়োজনীয়ভাবে একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করা হবে না এবং গ্রেড বা স্কোরের বাড়তি চাপ শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপ করা হবে না**। একজন শিক্ষার্থীকে আরো সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তার ক্রমঅগ্রসরমান পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে নিজের পূর্বের অবস্থান থেকে পরবর্তী অবস্থানের তুলনা করা হবে।

মূল্যায়নের এই পুরো প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষকের ভূমিকা সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত করা হলো।

তথ্যপত্র ৫.১.৪: জীবন ও জীবিকা বিষয়ের পারদর্শীতার স্ট্যান্ডারড ও সূচক

জীবন ও জীবিকা
পারদর্শীতার স্ট্যান্ডারড ও সূচক
৬ষ্ঠ শ্রেণি

পারদর্শীতার স্ট্যান্ডারড (PS)	যোগ্যতা	সূচক/ নির্দেশক (PI)	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	পারদর্শী
যোগ্যতা ৬.১, ৬.৩, ৬.৪, ৬.৫ নিজ, পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করে নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা।	৬.১ নিজের পছন্দ যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
		৬.১.২নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
	৬.৩ দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক/ স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের এাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলীয়ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।	৬.৩.১. কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া	** স্কোর ১-৫	** স্কোর ৬-১০	** স্কোর ১১-১৫

	৬.৪ নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	৬.৪.১ নিজের কাজ নিজে করা	নিজের কাজ মাঝে মাঝে করা।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিয়মিত করা।	নিজের সকল কাজ স্বতঃস্ফূর্ত ও সুচারুভাবে নিয়মিত করা।
		৬.৪.২ পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ	পারিবারিক কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা করা।	পারিবারিক কাজে নিয়মিতভাবে সহায়তা করা।	পারিবারিক কাজে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিয়মিতভাবে সহায়তা করা।
	৬.৫ অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।	৬.৫.১ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা	কদাচিৎ আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে অপরিকল্পিত সঞ্চয় করেছে।	মাঝে মাঝে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে সঞ্চয় করেছে।	নিয়মিত ও যথাযথভাবে আর্থিক ডায়রিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে আর্থিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয় করেছে।
যোগ্যতা ৬.২, ৬.৬ স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের	৬.২ প্রযুক্তির উন্নয়ন, শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	৬.২.১ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন আংশিক নির্ধারণ করতে পেরেছে কিন্তু পরিবর্তনের কারণসমূহ যথাযথভাবে নির্ণয় করতে পারেনি।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরণ যথাযথভাবে নির্ধারণ করলেও পরিবর্তনের কারণ আংশিক নিরূপণ করতে পেরেছে।	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তনের ধরন যথাযথভাবে নির্ধারণ করে পরিবর্তনের কারণসমূহ খুঁজে বের করেছে।

জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা		৬.২.২ সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ আংশিক চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারলেও তা অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারেনি।	পদ্ধতিগতভাবে নির্দিষ্ট একটি পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো অর্জনের জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ চিহ্নিত করেছে।
	৬.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।	৬.৬.১ ৪০ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আকাঁ বা তা নিয়ে গল্প লিখা।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা না করে নিজ এলাকার ভবিষ্যতের চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি আংশিক বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।	পরিচিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি বিবেচনা নিয়ে নিজ এলাকার ভবিষ্যৎ যৌক্তিকভাবে কল্পনা করে তার চিত্র এঁকেছে বা গল্প লিখেছে।
		৬.৬.২ ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির সাধারণ প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশার উপর একটি নির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
যোগ্যতা ৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের	৬.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৬.৭.১ সঠিকভাবে ভাত রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত ভাত রান্নার অনুশীলন করা।	ভাত রান্নায় আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে ও কদাচিৎ বাড়িতে ভাত রান্নার অনুশীলন করে।	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবংবাড়িতে মাঝেমাঝে অনুশীলন করে।	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, ভাত রান্না করতে পারে এবং বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করে।

ওপর প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করে তার নিয়মিত অনুশীলন করা।		৬.৭.২ সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে গাছের গাছে গ্রাফটিং করতে পারা এবং বাড়িতে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।	প্রক্রিয়া অবলম্বন না করে গ্রাফটিং করার চেষ্টা করেছে।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করেছে কিন্তু উপজোড়কে টিকানো যায়নি।	পদ্ধতিগতভাবে সতর্কতা বজায় রেখে অন্তত একটি গাছে সফল গ্রাফটিং সম্পন্ন করেছে।

**

ক্রম	**ক**	**খ**	**গ**
১.	দলগত কাজে আগ্রহ নিয়ে কাজ করে	দলগত কাজে মাঝে মাঝে আগ্রহ নিয়ে কাজ করে	দলগত কাজ করতে কদাচিৎ আগ্রহ দেখায়
২.	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ সবসময় যথাযথ সময়ে করে।	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ মাঝেমাঝে যথাযথ সময়ে করে।	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ কদাচিৎ যথাযথ সময়ে করে।
৩.	নিজের মতামত স্পষ্টভাবে দলের সাথে শেয়ার করে।	মাঝে মাঝে নিজের মতামত দলের সাথে শেয়ার করে।	নিজের মতামত কদাচিৎ দলের সাথে শেয়ার করে।
৪.	সকল সময় অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনে	মাঝে মাঝে অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনে	অন্যদের মতামত কদাচিৎ মনোযোগ দিয়ে শুনে
৫.	নিজ দলের সদস্যদের আন্তরিকভাবে সবসময় সহায়তা করে।	নিজ দলের সদস্যদের মাঝেমাঝে সহায়তা করে।	নিজ দলের সদস্যদের কদাচিৎ সহায়তা করে।

জীবন ও জীবিকা

৭ম শ্রেণি

যোগ্যতা	সূচক/ নির্দেশক	প্রারম্ভিক	অন্তর্বর্তীকালীন	পারদর্শী
৭.১ ব্যক্তিগত পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবণের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা	৭.১.১ নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্যগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে ।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য গুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্যর সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।
	৭.১.২ নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
৭.২ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের আলোকে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারা।	৭.২.১ সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের মধ্যে থেকে একটি বা দুইটি খাতের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা আংশিক বিশ্লেষণ করতে পারেছে।	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা আংশিক বিশ্লেষণ করতে পারেছে।	সময়ের প্রেক্ষিতে সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
	৭.২.২ ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার অনুযায়ী পরিবর্তীত বা নতুন যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করতে পারা।	সাধারণভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ আংশিক অন্বেষণ করতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ আংশিক অন্বেষণ করতে পেরেছে।	পদ্ধতিগতভাবে ভবিষ্যত যে কোনো একটি পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অন্বেষণ করতে পেরেছে।

৭.৩ দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসূ সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।	৭.৩.১ কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায় রেখে সমস্যার সমাধান করতে পারা	** স্কোর ১-৫	** স্কোর ৬-১০	** স্কোর ১১-১৫
৭.৪ পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।	৭.৪.১ নিজ পরিবারের পারিবারিক বাজেট করতে পারা	নিজ পরিবারের আয় ও ব্যয় বিবেচনা না করেই পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পেরেছে।	নিজ পরিবারের আয় ও ব্যয় বিবেচনা করলেও অসম্পূর্ণ পারিবারিক বাজেট প্রণয়ন করতে পেরেছে।	নিজ পরিবারের আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে পেরেছে।
	৭.৪.২ পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা	অপরিকল্পিত উপায়ে পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করেছে।	পারিবারিক আর্থিক কাজে পরিকল্পনা মোতাবেক আংশিক অবদান রাখতে পেরেছে।	পরিকল্পনা মোতাবেক পারিবারিক আর্থিক কাজে অবদান রাখতে পেরেছে।
৭.৫ আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।	৭.৫.১ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখতে পারা	আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতার আংশিক ধারণা নিয়ে নিজ ও পারিবারিক লেনদেনে তার আংশিক প্রতিফলন দেখাতে পেরেছে।	আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে যৌক্তিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে কিন্তু পরিবারিক লেনদেনে যৌক্তিকতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে না।	আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে যৌক্তিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে ও পরিবারিক লেনদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে।
	৭.৫.২ নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনেদেনে নৈতিকতা বজায় রাখতে পারা	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার আংশিক ধারণা নিয়ে নিজ ও পারিবারিক লেনদেনে তার আংশিক প্রতিফলন দেখাতে পেরেছে।	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে নৈতিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে কিন্তু পরিবারিক লেনদেনে নৈতিকতা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে না।	আর্থিক লেনদেনে নৈতিকতার ধারণা ভালোভাবে বুঝে নৈতিকতা বজায় রেখে নিজে আর্থিক লেনদেন করে ও পরিবারিক লেনদেনে নৈতিকতা বজায় রাখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে।

৭.৬ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রি-ডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।	৭.৬.১ ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারা	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে আংশিক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো আংশিক বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে মানব কল্যাণে এর প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।
	৭.৬.২ যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কীভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষণ করতে পারা	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য দুই একটি অবদান নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সুনির্দিষ্টভাবে কল্পনা করতে না পারলেও দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য কী কী অবদান রাখতে পারে তা নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।	যেকোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজের অবস্থানকে সঠিকভাবে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে সম্ভাব্য কী কী অবদান রাখতে পারে তা নির্দিষ্ট করতে পেরেছে।
৭.৭ কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/ আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।	৭.৭.১ সঠিকভাবে সব্জি রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত সব্জি রান্নার অনুশীলন করা।	সব্জি রান্নায় আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে ও কদাচিৎ বাড়িতে সব্জি রান্নার অনুশীলন করে।	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, সব্জি রান্না করতে পারে এবংবাড়িতে মাঝেমাঝে অনুশীলন করে।	পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে, নিরাপত্তা মেনে, সব্জি রান্না করতে পারে এবং বাড়িতে নিয়মিত অনুশীলন করে।
	৭.৭.২ সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি ও প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা করতে পারা	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের কদাচিৎ সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের মাঝে মাঝে সেবা প্রদান করেছে।	কেয়ার গিভিং এর ব্যক্তিগত পরিচর্যা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সামাজিক পরিচর্যার কাজে সঠিকভাবে দক্ষতা অর্জন করে পরিবারের সদস্যদের নিয়মিত সেবা প্রদান করেছে।
	৭.৭.৩ নিরাপদ পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সহজ উপায়ে মুরগি পালন করতে পারা	মুরগি পালনে আংশিক দক্ষতা অর্জন করেছে কিন্তু বাড়িত অন্তত মুরগি পালন করেনি।	মুরগি পালনে আংশিক দক্ষতা অর্জন করে বাড়ির সদস্যদের সহায়তায় অন্তত একটি মুরগি পালন করেছে।	মুরগি পালনে দক্ষতা অর্জন করে বাড়িতে নিজে সফলভাবে অন্তত একটি মুরগি পালন করেছে।

***

ক্রম	ক	খ	গ
১.	দলগত কাজে আগ্রহ নিয়ে কাজ করে	দলগত কাজে মাঝে মাঝে আগ্রহ নিয়ে কাজ করে	দলগত কাজ করতে কদাচিৎ আগ্রহ দেখায়
২.	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ সবসময় যথাযথ সময়ে করে।	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ মাঝেমাঝে যথাযথ সময়ে করে।	দলগত কাজে নিজের অংশের কাজ কদাচিৎ যথাযথ সময়ে করে।
৩.	নিজের মতামত স্পষ্টভাবে দলের সাথে শেয়ার করে।	মাঝে মাঝে নিজের মতামত দলের সাথে শেয়ার করে।	নিজের মতামত কদাচিৎ দলের সাথে শেয়ার করে।
৪.	সকল সময় অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনে	মাঝে মাঝে অন্যদের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনে	অন্যদের মতামত কদাচিৎ মনোযোগ দিয়ে শুনে
৫.	নিজ দলের সদস্যদের আন্তরিকভাবে সবসময় সহায়তা করে।	নিজ দলের সদস্যদের মাঝেমাঝে সহায়তা করে।	নিজ দলের সদস্যদের কদাচিৎ সহায়তা করে।

কর্মদিবস ৫

অধিবেশন- ৫.২ শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ

সময়-১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্টকার্ড তৈরি ও প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে হাতে-কলমে পরিচিত হওয়া

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন কীভাবে)

কাজ-খ : Software এ ইনপুট দেওয়ার অনুশীলন ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু বিন্যাস ভালোভাবে আত্মস্থ করে নিন। এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার সহায়ক তথ্য অংশটি পড়ে বুঝে নিন, সফট কপি সঙ্গে নিন এবং প্রয়োজনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। মোবাইল ডাটা প্যাকেজ চালু আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন ও কীভাবে) ৬০ মিনিট

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।

২. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে **৫.২.১ সেকশনটি পরতে বলুন ও চিত্র-০১: মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়ার ফ্লো-চার্টটি** প্রশিক্ষণার্থীদের দলে আলোচনা করতে বলুন। ফ্লো-চার্ট এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত মতামত আহ্বান করুন।

৩. এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে সেকশন **৫.২.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়** অংশটি এককভাবে পড়তে দিন। এবং বিষয়টি দলে আলোচনার সুযোগ দিন।

৪. এ পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এককভাবে **৫.২.৩ শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ** এবং **৫.২.৪ সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ** সেকশন দুটি পড়তে দিন। এবার দলে ছক ১(ক), ১(খ) এবং ছক ২ পর্যালোচনা করতে বলুন। দলগত মতামত নিন।

৫. এ পর্যায়ে সকল প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দলগতভাবে ছক ৩ পর্যালোচনা করতে বলুন। দলগত মতামত নিন।

৬. সকলের মতামত নেয়া শেষ হলে ১০ মিনিটের বিরতি ঘোষণা করুন।

তথ্যপত্র ৫.২: শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন এপ্রোচ (কখন ও কীভাবে)

৫.২.১ নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সরলরৈখিক নয়। প্রচলিত নম্বর পদ্ধতি থেকে বের হয়ে এসে শিক্ষার্থীর শিখনযোগ্যতার মূল্যায়ন ফলাফল হবে বর্ণনামূলক যা সহজে শিক্ষার্থীর অর্জিত সামর্থ্যের পরিচিত করাবে। সমগ্র প্রক্রিয়াতে নিচের ধাপগুলো রয়েছে;

১. ধাপ-১ মূল্যযাচাই পর্ব (শিখনকালীন ও সামষ্টিক) পরিচালনা ও উপাত্ত সংরক্ষণ।
২. ধাপ-২ উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল গঠন
৩. ধাপ-৩ ফলাফল প্রকাশ বা প্রেরণ

নম্বরভিত্তিক না হয়ে বর্ণনামূলক ফলাফল হওয়ার কারণে ধাপ-২ একটি জটিল কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়া। এই ধাপের কার্যক্রম নৈর্ব্যক্তিক হওয়া জরুরি, অন্যথায় শিক্ষার্থীরা বঞ্চনার শিকার হতে পারে। শিক্ষার্থী সংখ্যা (প্রায় ১ এক কোটি বিশ লক্ষ) এই ধাপটিকে আরও জটিল করে তুলেছে। তাই এই ধাপের কাজটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন এসেসমেন্ট সিস্টেম (কম্পিউটার প্রোগ্রামের) মাধ্যমে করা হবে। ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ধাপ-২ এর মুল দায়িত্ব এই কেন্দ্রীয় এসেসমেন্ট সিস্টেম পালন করবে।

ধাপ-১ এর সম্পূর্ণ এবং ধাপ-৩ এর আংশিক শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত হবে ফলে, শিক্ষকদের কাজের বোঝা লাঘব হবে এবং মূল্যায়নকে শিখন প্রক্রিয়ার একটি স্বাভাবিক অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। শিখন প্রক্রিয়া শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের জন্যই আনন্দমূখর হবে। নিচের ফ্লো-চার্টটিতে (চিত্র-০১) সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি প্রকাশ করা হলো-

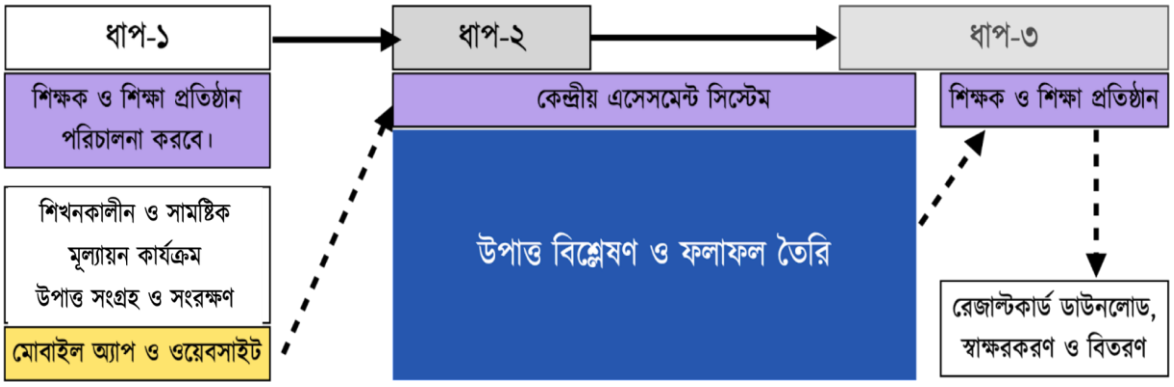

চিত্র-০১: মূল্যায়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়ার ফ্লো-চার্ট

৫.২.২ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করণীয়

শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান মূলত উপরের চিত্রে দেখানো ধাপগুলোর মধ্যে ধাপ-১ সম্পূর্ণ ও ধাপ-৩ এর আংশিক পরিচালনা করবেন। যে কাজগুলো করতে হবে;

১. শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

a. শিক্ষক শিক্ষার্থীর কার্যক্রমের প্রমাণকের ভিত্তিতে ছক-১(ক) পূরণ করুন। ছক-২ (বিষয়ভিত্তিক পারদর্শীতার PI) এর সাহায্য নিন।

b. শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনকালীন কার্যক্রম ও প্রমাণকের ভিত্তিতে ছক-১(খ) পূরণ করুন। ছক-৩ (আচরণিক আদর্শ BI ভিত্তিক) এর সাহায্য নিন।

অথবা

c. Software / মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে তথ্য আপলোড করুন

২. সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

a. এক্ষেত্রেও সকল শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ছক-১(ক) ব্যবহার করুন। ছক-২ (বিষয়ভিত্তিক পারদর্শীতার PI) এর সাহায্য নিন।

অথবা

b. Software / মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রতি শিক্ষার্থীর উপাত্ত প্রদান করুন

৩. রেজাল্ট কার্ড বিতরণ

a. রেজাল্ট কার্ড ডাউনলোড করে শিক্ষকের মন্তব্য কলামে আপনার মন্তব্য লিখুন
b. শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব রেজাল্ট কার্ড বিতরণ করুন

৫.২.৩ শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত সংরক্ষণ

প্রতিটি অভিজ্ঞতা চর্চার সময় শিক্ষক তাদের শিক্ষক সহায়িকায় নির্দেশিত বিভিন্ন কাজ ও কাজের প্রমাণক বিবেচনা করে তথ্যছক ছক-১(ক) বা মোবাইল অ্যাপ এর মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিখনকালীন মূল্যায়নের উপাত্ত (CI) সংরক্ষণ করবেন। এ কাজের জন্য সহায়ক রুব্রিক্স ছক-১(খ) তে দেয়া হলো।

৫.২.৪ সামষ্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

প্রতি ৬ মাস পর পর শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করার জন্য অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতার কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা যাচাই করার জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন কর াহবে। শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণি বা গ্রেডে উত্তরণের ক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত উপাত্ত বিবেচনা করা হবে। এ সকল উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য প্রতিটি একক যোগ্যতার আওতায় এক বা একাধিক পরিমাপযোগ্য আচরণের তালিকা তৈরি করা হয়েছে, যাকে পারদর্শীতার সূচক নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পরিমাপযোগ্য আচরণের ভিত্তিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত উপাত্ত ইনপুট হিসেবে প্রদান করবেন। যেমন-

উদাহরণ-০১: (ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ের নমুনা PI)

		পরিমাপযোগ্য আচরণ		
সূচক	পারদর্শীতার সূচক	দক্ষ (Ex)	অন্তর্বর্তীকালীন (I)	প্রারম্ভিক (E)
PI-৬.১.১	৬.১.১ নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

উপরের টেবিলে পরিমাপযোগ্য আচরণের তিনটি কলামে শিক্ষার্থীদের কিছু সম্ভাব্য আচরণ তালিকা আকারে রয়েছে। পর্যবেক্ষণীয় শিক্ষার্থীর আচরণ যেই কলামের সাথে সবচাইতে বেশি মিলে যাবে শিক্ষক সেই কলামটির নিচে লেখা লেবেলটি বাছাই করবেন। এই পছন্দটি শিক্ষার্থীর একটি উপাত্ত হিসাবে কাজ করবে। জীবন ও জীবিকা বিষয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শীতার সূচক ছক-২ এবং ও আচরণভিত্তিক আদর্শ সূচক ছক-৩ এ দেয়া হলো। শিক্ষক শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছকটি ব্যবহার করবেন।

ছক-১(ক): জীবন ও জীবিকা বিষয়ের শিখনকালীন/ সামষ্টিক মূল্যায়নের (পারদর্শীতার সূচক PI ভিত্তিক) উপাত্ত সংগ্রহ ছক

		উপরের উদাহরণ ০১ ছক ২ অনুযায়ী প্রযোজ্য অক্ষর যেমন Ex, I, বা E লিখুন											
তারিখ	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	PI-৬.১.১	PI-৬.১.২	PI-৬.২.১	PI-৬.২.২	PI-৬.৩.১	PI-৬.৪.১	PI-৬.৪.২	PI-৬.৫.১	PI-৬.৬.১	PI ৬.৬.২	PI-৬.৭.১	PI ৬.৭.২

ছক-১(খ): সামষ্টিক মূল্যায়নের (আচরণিক আদর্শ BI ভিত্তিক) উপাত্ত সংগ্রহ ছক (নমুনা)

		BI ছক ৩ অনুযায়ী প্রযোজ্য অক্ষর যেমন Ex, I, বা E লিখুন									
তারিখ	শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	১.১	১.২	১.৩	১.৪	১.৫	১.৬	২	৩	৪	৫

ছক-২: ষষ্ঠ শ্রেণির জীবন ও জীবিকা বিষয়ে পারদর্শীতার আদর্শভিত্তিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহের রুব্রিক্স

শিক্ষার্থীর রোল নম্বরঃ			
সূচক নং	**দক্ষ (Ex)**	**অন্তর্বর্তীকালীন (I)**	**প্রারম্ভিক (E)**
PI-6.1.1	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে নিজ সম্পর্কে অপরের ধারণা বিবেচনায় নিয়ে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো যথাযথভাবে নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে আংশিক সংশ্লিষ্ট নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।	বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের পছন্দ ও যোগ্যতাগুলো আংশিক নির্ণয় করে পছন্দ ও যোগ্যতার সাথে সম্পর্কহীন নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

শিক্ষার্থীর রোল নম্বরঃ			
সূচক নং	**দক্ষ (Ex)**	**অন্তর্বর্তীকালীন (I)**	**প্রারম্ভিক (E)**
PI-6.1.2	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে যথাযথ স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে	লক্ষ্যের সাথে তেমন সম্পর্ক নেই এমন আংশিক স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে
অবশিষ্ট পারদর্শীতার সূচকের রুব্রিক্স তথ্যপত্র ৫.১.৪ এ রয়েছে।			

ছক-৩: আচরণিক আদর্শ (B I) মূল্যায়নে পরিমাপযোগ্য আচরণ রুব্রিক্স

নং		**দক্ষ (Ex)**	**অন্তর্বর্তীকালীন (I)**	**প্রারম্ভিক (E)**
১.১:	দলীয় কাজে অংশগ্রহণ	নির্দেশনা অনুসরণ করে কাজে অংশগ্রহণ করেছে। এবং দলে / জোড়ে নিজের মতামত দিয়েছে।	ক + অন্যের মতামত শুনেছে।	খ + প্রশ্ন করেছে। অন্যের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে
১.২:	দলে দায়িত্ব পালন	দলনেতার নেতৃত্ব স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে মেনে নিয়েছে। সঙ্গী বা অন্য সদস্যদের সাথে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে দায়িত্ব্ ভাগ করে নিয়েছে।	ক + কাজের সাথে নিজের জড়িত ভুলের দায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে স্বীকার করেছে।	খ + কাজের সাথে জড়িত সঙ্গী বা দলের সদস্যের ভুল চিহ্নিত করেছে। চিহ্নিত ভুল এর বিষয়ে নিজের তথ্য প্রমাণ সহ যুক্তি দিয়েছে।
১.৩:	একক কাজ	কাজটি আগ্রহের সাথে নিয়েছে। একাধিক বিকল্প থাকলে নিজে বাছাই করেছে।	ক + নিজের পছন্দের বিষয়ে নিশ্চিত।	খ + নিজের মতের পক্ষে নিশ্চিত। " কেন " এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
১.৪:	খেলা / প্রজেক্ট ধরনের কর্মকান্ড	খেলা জাতীয় বিষয়ে আগ্রহী। ঘরে বসে অংশ নেয়া যায় এমন খেলায় বা কাজে অংশ নেয়।	ক + শারীরিক পরিশ্রম রয়েছে এমন খেলা / কাজে অংশ নেয়।	খ + শারীরিক পরিশ্রম রয়েছে এমন কাজে বা খেলায় স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ নেয়। কাজে বা খেলায় জিত নিশ্চিত করতে চায়।
১.৫:	আলোচনা ও বিতর্ক ধরনের কর্মকান্ড	আলোচনায় আগ্রহের সাথে উপস্থিত থাকে। নিজের মতামত উপস্থাপন করে।	ক + নিজের মতের পক্ষে যুক্তি দেয়।	খ + অন্যের যুক্তি খন্ডন করে। যুক্তি প্রদান বা খন্ডনে সঠিক তথ্য ব্যবহার করে।

নং		দক্ষ (Ex)	অন্তর্বর্তীকালীন (I)	প্রারম্ভিক (E)
১.৬:	প্রদর্শনী ধরনের কর্মকান্ড	নিজের কাজ অন্যকে দেখাতে আগ্রহী। পোস্টার লেখা, বোর্ডে লেখা, আলপনা আঁকা এধরনের কাজে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ নেয়	ক + স্বতঃস্ফুর্তভাবে ছবি বা ফ্লোচার্ট আঁকে।	খ + ছবি, পোস্টার বা ফ্লোচার্ট এর বিষয়বস্তু বর্ণনা করে। স্বতঃস্ফুর্ততার সাথে নিজের প্রদর্শনের বিষয়বস্তু সঙ্ক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়।
২	পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক কার্যক্রম (প্রমাণক হিসাবে পাঠ্যপুস্তক অনুশীলনী খাতা ইত্যাদি)	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৫০% শিক্ষার্থী পূরণ করেছে	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৫১% - ৮০% শিক্ষার্থী পূরণ করেছে	পাঠ্যপুস্তকে থাকা বিভিন্ন ছক, অনুশীলনী ইত্যাদির ৮০% এর বেশি শিক্ষার্থী পূরণ করেছে
৩	পাঠ্যপুস্তক ভিত্তিক কার্যক্রমের মান (প্রমাণক হিসাবে পাঠ্যপুস্তক অনুশীলনী খাতা ইত্যাদি)	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৫০% সঠিক।	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৫০% -৮০% সঠিক।	সম্পাদিত কার্যক্রমে তথ্য, উপাত্ত, প্রক্রিয়ার বর্ণনা ৮০% এর বেশী সঠিক।
৪	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকান্ড (প্রমাণক হিসাবে শিক্ষার্থীদের করা মডেল, পোস্টার ইত্যাদি)	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকান্ডের ৫০% পাওয়া গেছে।	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকান্ডের ৫১% - ৮০% পাওয়া গেছে।	পাঠ্যপুস্তকের বাইরের কর্মকান্ডের ৮০% বেশি পাওয়া গেছে।
৫	অভিভাবক ও সামাজিক অন্যান্য অংশীজনের সাথে মিথস্ক্রিয়া	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৫০% বা তার কম	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৫০% এর বেশি এবং ৮০% বা তার কম	পাঠ্যপুস্তক, অনুশীলন বই বা খাতা ইত্যাদিতে নির্দেশনা মোতাবেক অংশীজনের অংশগ্রহণ ৮০% এর বেশি

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও রিপোর্টকার্ড তৈরি ও প্রকাশ প্রক্রিয়ার সাথে হাতে-কলমে পরিচিত হওয়া

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, স্মার্ট ফোন, নোট বুক, কলম, পেন্সিল।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

অধিবেশন শুরুর পূর্বেই অধিবেশনের বিষয়বস্তু "৫.২.৫ মূল্যায়ন উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ধাপে ধাপে" আত্মস্থ করে নিন। নির্দেশিত লিঙ্কটি কাজ করে কিনা যাচাই করে নিন। এবং প্রয়োজনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন। মোবাইল ডাটা প্যাকেজ চালু আছে কিনা এবং পর্যাপ্ত ব্যাল্যান্স নিশ্চিত করুন।

প্রক্রিয়া

কাজ-খ : Software এ ইনপুট দেওয়ার অনুশীলন ও রিপোর্ট কার্ড তৈরি ৬০ মিনিট

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে আগের পাঠের ধারাবাহিকতায় এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করুন।

২. উদ্দেশ্য বর্ণনার পর প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়ক তথ্য অংশ হতে **৫.২.৫** সেকশনটি সঠিকভাবে অনুসরণ করান। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

৩. ৫.২.৬ রিপোর্ট কার্ড (নমুনা) পর্যালোচনা করতে বলুন। সকলের ব্যক্তিগত মতামত সংগ্রহ করুন।

৫.২.৫ মূল্যায়ন উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: ধাপে ধাপে

এই সেশনে আমরা শিখবো কীভাবে Software এ শিখনকালীন ও সামস্টিক মূল্যায়ন উপাত্ত ইনপুট দেয়া যাবে।

১। আপনাদের মোবাইল / ট্যাব / কম্পিউটারে ব্রাউজার এ shorturl.at/EHV১৪ লিঙ্কটি অনুসরণ করুন। নিচের স্ক্রিন আসবে।

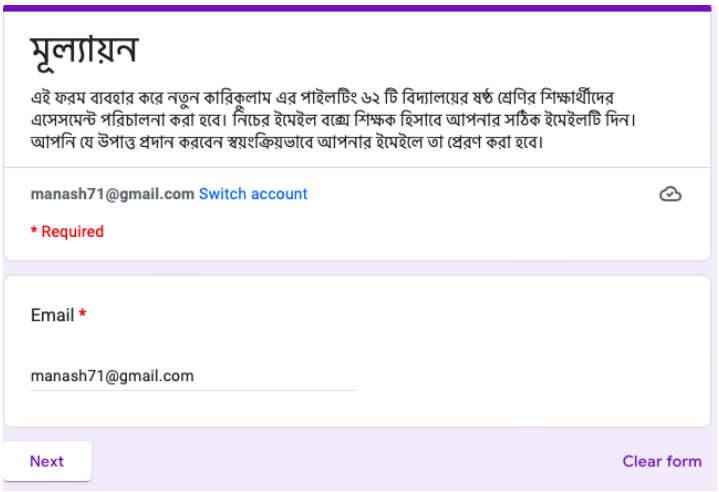

২। আপনার সঠিক ইমেইল ঠিকানা (এই ঠিকানায় আপনার প্রদান করা উপাত্ত স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছে যাবে) দিন এবং Next বাটন ক্লিক করুন। নিচের স্ক্রিন পাবেন

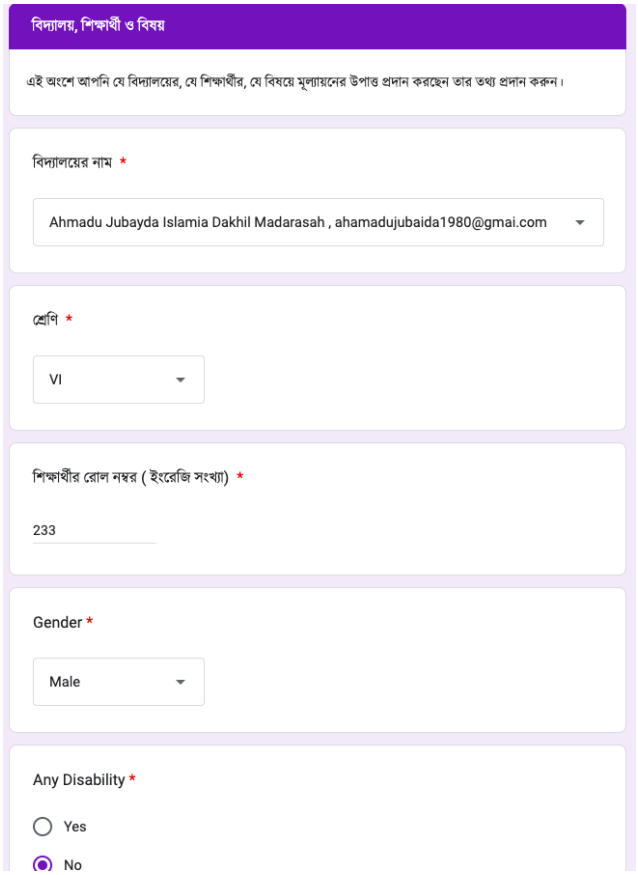

৩। সঠিক ভাবে বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য দিন। **শিক্ষার্থীর রোল নম্বর অবশ্যই ইংরেজিতে টাইপ করবেন।** Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

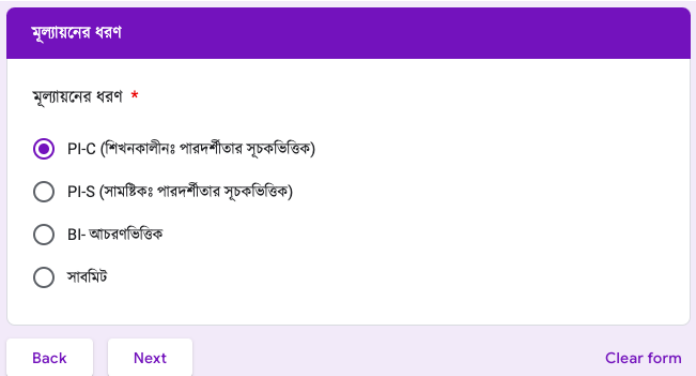

৪। মূল্যায়নের ধরণ (শিখনকালীনPI-C, সামস্টিক PIS বা BI) বাছাই করুন। Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

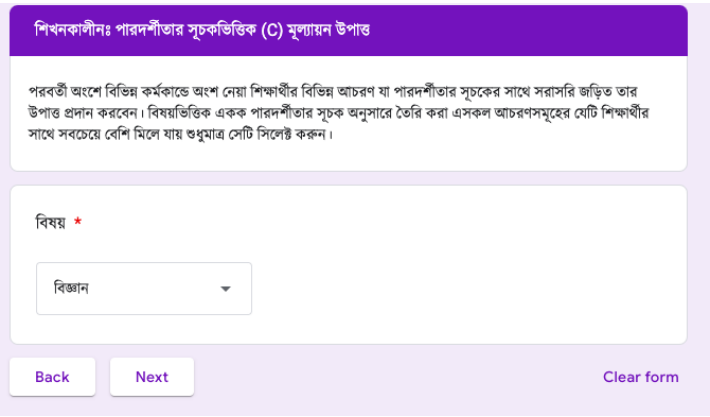

৫। বিষয় বাছাই করুন। Next বাটন ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন (বিষয়ভিত্তিক PI / BI) পাবেন

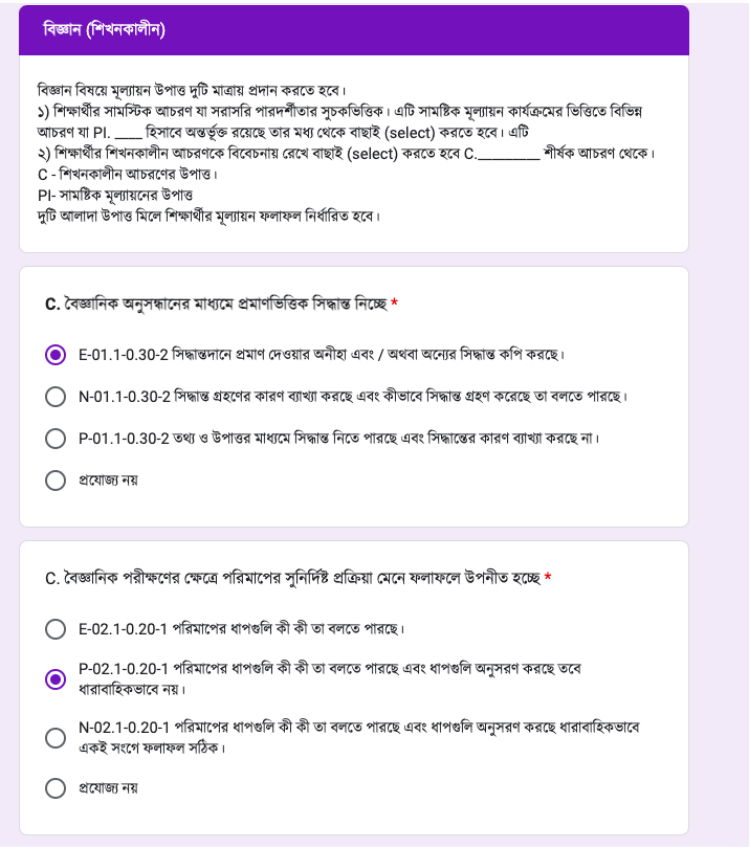

এখানে প্রতিটি PI-C বা PI-S বা BI এর জন্য তিনটি করে অপশন রয়েছে। যে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করছেন তার বর্তমান আচরণের সাথে যে অপশনটি সবচাইতে বেশি মিলে যায় সেটি বাছাই করুন। সবগুলি PI-C বা PI-S বা BI বাছাই করা হয়ে গেলে Next বাটনে ক্লিক করুন। পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

৬। ওই শিক্ষার্থীর জন্য যদি অন্য PI-C বা PI-S বা BI উপাত্ত দিতে চান তবে সেটি বাছাই করুন। অন্যথায় সাবমিট অপশন বাছাই করে Next ক্লিক করুন।

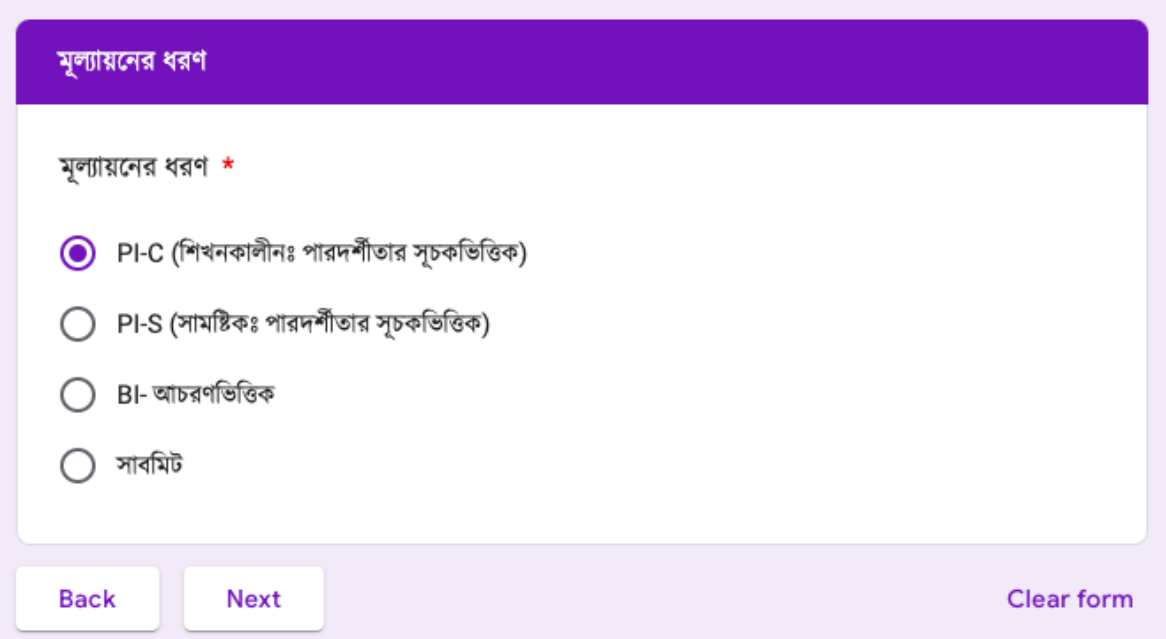

পরবর্তী স্ক্রিন পাবেন

৭।

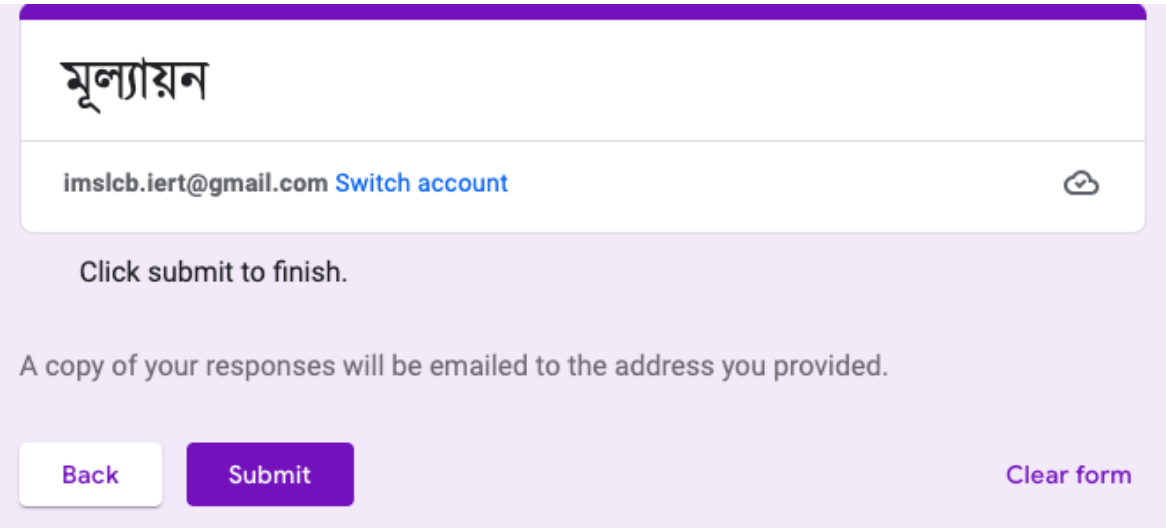

Submit বাটন ক্লিক করুন। আপনি একজন শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন উপাত্ত সফলভাবে সংরক্ষণ করতে সফল হয়েছেন।

৫.২.৬ রিপোর্ট কার্ড (নমুনা)

[শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম]

রিপোর্টের টাইটেল [ষাণ্মাসিক/ বাৎসরিক] মূল্যায়ন [সাল]

নাম	শ্রেণি
রোল নং	শাখা

বিষয় নাম: বাংলা	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: ইংরেজি	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: গণিত	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: বিজ্ঞান	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: ডিজিটাল টেকনোলজি	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: জীবন ও জীবিকা	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: ইসলাম	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

বিষয় নাম: শিল্প ও সংস্কৃতি	
PS-১	
PS-২	
PS-৩	

[মন্তব্য (অভিনন্দন! ৭ম শ্রেণিতে তোমাকে স্বাগতম / (এই শ্রেণির কার্যক্রম পুনরাবৃত্তি কর।)

শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর

কর্মদিবস-৫

অধিবেশন ৫.৩: বাৎসরিক বিষভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা এবং নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

সময় : ১২০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা করতে পারা

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব বের করতে পারা

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা

কাজ-খ : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব

প্রয়োজনীয় উপকরণ

অধ্যায়ভিত্তিক ক্লাস সংখ্যার তালিকা, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করতে হবে।
- আপনার বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক কত সময় বরাদ্দ রয়েছে তা জেনে রাখা সেই সাথে শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আপনার বিষয়ের জন্য মোট কতটি ক্লাশ পরিকল্পনা রয়েছে তা জেনে রাখা।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে বিষয়ভিত্তিক বাৎসরিক শিখন পরিকল্পনা (৬০ মিনিট)

৯. ক্লাস্টার ভিত্তিক বা উপজেলাভিত্তিক দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করুন।

১০. প্রত্যেক দলে আপনার বিষয়ের জন্য বাৎসরিক মোট সময় এবং শিক্ষক সহায়িকা অনুযায়ী অধ্যায়ভিত্তিক প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য কতগুলো করে ক্লাস পরিকল্পনা করা হয়েছে তার তালিকা সরবরাহ করুন।

১১. প্রতিটি দলকে তাদের বিদ্যালয়ের ছুটির তালিকা বিবেচনা করে মাস অনুযায়ী বাৎসরিক অধ্যায়ভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা করতে বলুন। শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা করে কোন কোন মাসে বড় ধরনের কাজ আছে তাও চিহ্নিত করতে বলুন। যেমন- দিবস উদযাপন, উৎসব আয়োজন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজন, দেয়ালিকা তৈরি, বাইরে থেকে অতিথি আনা, সাংস্কৃতিক বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করা ইত্যাদি।

১২. প্রতিটি দলের কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকটি দলের বাৎসরিক পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আপনার মতামত দিন।

কাজ-ক : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব (৬০ মিনিট)

১৩. ৬-৮ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করুন। পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

১৪. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্ব কী কী হতে পারে তা দলে আলোচনা করে ঠিক করতে বলুন। দলগত কাজে অন্যান্য বিষয়ের সাথে কীভাবে সমন্বয় করতে হবে, নিজ বিষয়ের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন ইভেন্ট আয়োজন কীভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে, অভিভাবক ও বিভিন্ন অংশিজনের অংশগ্রহণ, নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে বলবেন।

১৫. যেকোনো একটি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনা শেষ হলে অংশগ্রহণকারীদের মতামত দিতে বলুন। সকলের মতামতের ভিত্তিতে শিক্ষকের ভূমিকা ও দায়িত্বে চুড়ান্ত তালিকা তৈরি করুন এবং সকলকে তা তাদের খাতায় উঠিয়ে নিতে বলুন।

১৬. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের অনুরোধ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।

কর্মদিবস-৬

অধিবেশন ৬.১: জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি

সময় : ৬০ মিনিট

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

জেলা বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তা নির্ণয় করতে পারা।

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রস্তুতির তালিকা প্রণয়ন

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি,মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রতিটি ক্লাস্টার অনুযায়ী জেলাপর্যায়ের প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। যেমন দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা মিলে ক্লাস্টার ১। সুতরাং ক্লাস্টার ১ এর জন্য রয়েছে নির্বাচিত জেলা পর্যায়ের ৩ জন প্রশিক্ষক। এভাবে প্রত্যেক ক্লাস্টারের জন্য প্রতিটি বিষয়ের ৩জন করে প্রশিক্ষক রয়েছে।
- প্রতিটি উপজেলা অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে। প্রতিটি উপজেলার জন্য ৩ জন করে প্রশিক্ষক নির্বাচন করা রয়েছে। আপনার বিষয়ের উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষকদের তালিকা আগেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে।
- উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য সময়সূচি আগে থেকেই জেনে রাখবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : ক্লাস্টার বা উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষকদের নিয়ে দল গঠন

১. শুভেচ্ছা বিনিময় করে গতদিনের সেশনে কী কী আলোচনা করা হয়েছে, তা খুব সংক্ষেপে যেকোনো একজনকে বলতে বলুন। কেউ সাথে আরও কিছু যুক্ত করতে চায় কিনা জিজ্ঞাসা করুন। যুক্ত করার মতো হলে দু'জনকেই ধন্যবাদ জানান।

২. এবার জেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের/ উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের নিজ নিজ ক্লাস্টার/ উপজেলা অনুযায়ী দলে বসতে বলুন। প্রতিটি দলে ক্লাস্টার বা উপজেলা অনুযায়ী ৩জন করে প্রশিক্ষক থাকবে।

৩. প্রতিটি দলে প্রশিক্ষণসূচি সরবরাহ করুন।

৪. উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য সময় অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করুন। প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রশিক্ষন বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন এবং এর জন্য কী কী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তার তালিকা প্রণয়ন করতে বলুন। এর জন্য ৩০ মিনিট সময় দিন। প্রতিটি দলে পোস্টার পেপার সরবরাহ করুন।

৫. দলগত কাজ সম্পন্ন হলে কয়েকটি দলকে তাদের প্ররিকল্পনা ও প্রস্তুতি উপস্থাপন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের ভিত্তিতে সকলের পরিকল্পনা চুড়ান্ত করতে বলুন।

৬. উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তয়নের অনুরোধ করে সেশন সমাপ্ত কলুন।

কর্মদিবস-৬

অধিবেশন ৬.২ ও ৬.৩: অধিবেশনভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনার গাইডলাইন ও সিমুলেশন (অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪, ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১) সময় : ৪ ঘণ্টা

অধিবেশনের উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষক হিসেবে প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানা
- সিমুলেশনের মাধমে অধিবেশন পরিচালনায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলা

বিষয়বস্তু

কাজ-ক : প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রতিটি অধিবেশনের রিক্যাপ ও রিফ্লেকশন

কাজ- খ : অধিবেশনভিত্তিক সিমুলেশন ও আলোচনা

প্রয়োজনীয় উপকরণ

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, প্রশিক্ষণসূচি,মার্কার পেন/চক, বোর্ড, পিপিটি (পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন)-১.১, প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফ্লিপ বোর্ড ইত্যাদি।

প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি

- প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সূচি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীদের জন্য সংগ্রহে রাখবেন।

প্রক্রিয়া

কাজ-ক : প্রশিক্ষণসূচি অনুযায়ী প্রতিটি অধিবেশনের রিক্যাপ ও রিফ্লেকশন

কাজ-খ : সিমুলেশন ও আলোচনা

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ৮টি দলে ভাগ করুন। প্রশিক্ষন ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সূচি সরবরাহ করুন।

২. মাল্টিমিডিয়া বা পোস্টারে প্রশিক্ষন সূচি উপস্থাপন করুন। এবার প্রতিটি অধিবেশন ধরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করুন।

৩. প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে মতামত নিন। মতামত দেবার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীগণ প্রথমে অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলবেন, তারপর অধিবেশন পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবেন, সবশেষে অধিবেশন পরিচালনায় কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিটি অধিবেশন সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৪. ৮টি দলের মধ্যে ৮টি অধিবেশন ভাগ করে দিন। অধিবেশনগুলো হলো-অধিবেশন ১.২, ১.৩, ১.৪, ২.২, ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ও ৬.১।

৫. প্রতিটি দলকে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী তাদের জন্য নির্দিষ্ট অধিবেশনের সিমুলেশন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন। সিমুলেশনের প্রস্তুতির জন্য ৩০ মিনিট সময় বরাদ্দ করুন।

৬. প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত হলে প্রতিটি অধিবেশন ধারাবাহিকভাবে সিমুলেশন করার জন্য আহবান করুন। প্রতিটি সিমুলেশনের পর অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন এবং আপনি নিজেও মতামত দিন। প্রতিটি সিমুলেশনের জন্য বরাদ্দকৃত সময় ১০ মিনিট ও আলোচনার জন্য ৫ মিনিট সময় বরাদ্দ আগেই জানিয়ে দিন।

৭. সিমুলেশন সমাপ্ত হবার পর সম্পুর্ণ প্রশিক্ষন নিয়ে সাধারণ আলোচনা করুন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিন। কোনো চ্যালেঞ্জ থাকলে সকলে মিলে আলোচনা করে সমাধান করার ব্যবস্থা করুন।

৮. প্রশিক্ষণের গুরুত্ব প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে তুলে ধরুন। সকলকে তাদের মেধা এবং দক্ষতার সর্বোচ্চ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে সফল করার জন্য অনুরোধ করে অধিবেশন সমাপ্ত করুন।